



জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর



অনলাইন সংস্করণ : www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 29 March, 2023 ■ আগরতলা ২৯ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ১৪ ট্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতি ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা



ককবরক ভাষার পরীক্ষা নির্দিষ্ট হরফে লিখতে বাধ্য করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তিপ্রা মথা দলের বিধায়করা বিধানসভা অধিবেশন চলাকালে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। ছবি নিজস্ব।

ফলাফল প্রকাশের দাবীতে টিআরবিটিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে টিআরবিটি পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার টিআরবিটি কন্ট্রোলরুমের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

টিআরবিটির পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও দীর্ঘ সময় ধরে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে না। তাতে অনিশ্চয়তা পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা। অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার জন্য পরীক্ষার্থীদের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে প্রম্পট্রি অনেক ভুল ছিল।

এসব বিষয় কন্ট্রোলরুমের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া সাধারণ ক্যাটাগরির পরীক্ষার্থীদের অনেকেই বয়সসীমা উল্লঙ্ঘন করে আসছে। টেট পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে বয়স সীমা শিথিল করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছে।

প্যান ও আধার লিঙ্কের সময়সীমা বেড়ে হল ৩০ জুন

নয়া দিল্লি, ২৮ মার্চ (হিস.)।। করদাতাদের কিছুটা স্বস্তি দিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস। প্যান ও আধার লিঙ্কের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস জানিয়েছে, আগামী ৩০ জুন অবধি প্যান কার্ডের সঙ্গে আধারের লিঙ্ক করা হবে। এর আগে প্যান ও আধার লিঙ্কের সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১ মার্চ। অর্থাৎ ৩ মাস অতিরিক্ত সময় পেলেন করদাতারা।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস জানিয়েছে, প্যানের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। আর তা না করলে ওই তারিখের পর থেকে প্যান কার্ড বাতিল হয়ে যেতে পারে। আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক না থাকা প্যান কার্ড বাতিল করা হবে। বলা হয়েছে প্যান কার্ড বাতিল হয়ে গেলে এক জন নাগরিককে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। যদি প্যান কার্ড বাতিল হয়ে যায়, তা হলে এক জন

ফের জঙ্গলের রাজত্ব চলছে বিধানসভা অধিবেশনে, অভিযোগ জীতেন্দ্র চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বিধানসভা অধিবেশনের গত পাঁচ বছরের মতোই আবারো জঙ্গলে রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে এ জোট সরকার। ভোটের ফলাফলের পর রাজ্যে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়ে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। বিধানসভা অধিবেশনের শেষ লগ্নে এসে অভিযোগ তুললেন সিপিআইএম দলের পরিষদী নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন বিধানসভার কর্নার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গত পাঁচ বছর বিজেপি ও আই পি এফ টি জোট সরকারের

নিরাপত্তাকর্মী স্বল্পতায় এমবিবি বিমানবন্দরে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা সম্ভব হচ্ছে না : পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দরে ২৪ ঘন্টা বিমান পরিষেবার জন্য যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। কিন্তু, নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানের স্বল্পতার কারণে এই মুহুর্তে ২৪ ঘন্টা বিমান পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আজ বিধানসভায় উল্লেখ পূর্বে বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়ের স্থানীয় পত্রিকায় ২৪ ঘন্টা বিমান পরিষেবার প্রস্তাব বাতিল শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে নোটিশের জবাবে একথা জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর দাবি, কেন্দ্রের সাথে আলোচনার মাধ্যমে খুব সহসাই ওই সমস্যার সমাধান করা হবে। এপিলের প্রথম সপ্তাহে তাঁর দিল্লি সফরেই স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে আশাবাদী তিনি।

এদিন পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহারাজা বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। সমস্ত ধরনের আধুনিক পরিকাঠামো ওই বিমান বন্দরে রয়েছে। কিন্তু, এই মুহুর্তে ২৪ ঘন্টা বিমান পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানের স্বল্পতা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ২৪ ঘন্টা বিমান পরিষেবা জমা ৪২ জন সিআইএসএফ জওয়ানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু, বিমান বন্দরে বর্তমানে ২৩০ জন সিআইএসএফ জওয়ান রয়েছে।

তাঁর দাবি, এ-বিষয়ে গত ১৮ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মহারাজা

নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে জিরো টলারেঞ্জ নীতি নিয়চ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে জিরো টলারেঞ্জ নীতি নিচ্ছে। রাজ্যের জনমানসে বিশেষত ছাত্র ও যুব সমাজে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার নেশা বিরোধী অভিযান অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুরু করেছে এবং নেশার কুপ্রভাব থেকে উজ্জ্বল লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ব্যাকের দেববর্মার জনস্বার্থে আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি জানান, নরসিংগড়ের আধুনিক সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে ১০ শয্যাবিশিষ্ট ড্রাগ ডিএকশান সেন্টার চালু করা হয়েছে। এই হাসপাতালে এডিকশান ক্লিনিক গুণিতি চালু করা হয়েছে এবং সেখানে থেকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের সুবিধা যাতে অন্যান্য জেলাগুলিতেও প্রত চালু করা যায় সরকার তা খতিয়ে দেখছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের স্কুল-কলেজগুলিতে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব সতর্ক প্রতিনিয়ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স, কমিউনিটি

হেলথ অর্গানাইজার এবং অন্যান্য প্যারামেডিক্যাল স্টাফদেরও নেশার কুপ্রভাব সতর্ক নিয়মিত ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার প্রচারের পাশাপাশি নিয়মিত ভাবে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়ে থাকে এবং সেইসঙ্গে অভিযুক্তদেরও প্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। আগরতলায় নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) এর একটি শাখা স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গাঁজা গাছ খসের জন্য নিয়মিত অভিযান চালানো হয়ে থাকে। বিগত তিন বছরে মোট ৩, ৬৫,০০,৩৮১ টি গাঁজার চারা খস করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি ফুল বডি স্কেনার জয় করার প্রস্তাব বিবেচনামূলক আছে যাতে নেশাসামগ্রী বহনকারী গাড়ির স্ক্যান

করে নেশাপ্রবা সনাক্ত করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এনডিপিএস কেইএস এর তদন্ত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিগত দুই বছরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোসাল ডিকম্পেন্স (এনআইএসডি) এবং নারকোটিক কন্ট্রোল

রামপ্রসাদ পাল বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল এয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ঘোষণা করেন যে উপাধ্যক্ষ হিসাবে রামপ্রসাদ পালের নাম প্রস্তাব করে দুটি প্রস্তাব জমা পড়েছে। তাতে একটির প্রস্তাবক হলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এবং তা সমর্থন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। দ্বিতীয়টির প্রস্তাবক হলেন যুব বিধায়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং তা সমর্থন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সাধুনা চাকমা।

উপাধ্যক্ষ হিসাবে অন্য কারোর নাম প্রস্তাব না করার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন রামপ্রসাদ পালকে উপাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।



ফলাফল প্রকাশের দাবীতে টিআরবিটিতে ডেপুটেশন দিয়েছে চাকরী প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা। ছবি নিজস্ব।

বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর কাট মোশন এনে আলোচনা শুরু করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার পরিষদী মন্ত্রী রতনলাল নাথ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বিরোধী রাজ্য সরকার দেশের এবং আগামীদিনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার কাজ করবে।

আলোচনায় কাট মোশন এনে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিরোধী দলের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক নয়ন

বিশালগড়ে গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বিশালগড় জগন্নাথ জিউ মন্দির সংলগ্ন সড়কে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত বাইক চালক। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুরে। জানা যায় একটি বাইক নিয়ে চালক জয় সরকার বিশালগড় থেকে চিড়িয়াখালী গতিতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জগন্নাথ যুব মন্দির সংলগ্ন সড়কে দাঁড়িয়ে গাড়িতে সজোড়ে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় চালক জয় সরকার।

সংঘর্ষে বাইকটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। শব্দ পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত জয় সরকারকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জয়

ককবরক ভাষার পরীক্ষা নির্দিষ্ট হরফে লিখতে বাধ্য করা

মুখ্যমন্ত্রীর তদন্তের আশ্বাসের পরও বিধানসভায় প্রতিবাদের ঝড় মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। ককবরক ভাষার পরীক্ষা একটি নির্দিষ্ট হরফে লিখতে বাধ্য করা নিয়ে আজ বিধানসভায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন তিপ্রা মথার বিধায়কগণ। শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা ওই বিষয়টি নিয়ে তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাঁরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ফলে, তুমুল হৈ হটগোলের জেরে অধ্যক্ষ বাধ্য হয়ে ১০ মিনিটের জন্য সভা মূলত:বি ঘোষণা দেন।

আজ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মী ২০২৩ সালের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিকের ককবরক ভাষার পরীক্ষা নির্দিষ্ট হরফে লিখতে বাধ্য করা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আনেন। ওই নোটিশের জবাবে শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা বলেন, গত ১৭ এবং ১৮ মার্চ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ তরমধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার ককবরক ভাষা বিষয়ের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট একটি হরফে উত্তর পত্র লেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্য করা হয় বলে একটি সংবাদ কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন

১০ মিনিটের
জন্য সভা মূলত:বি

সালে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ককবরক ভাষার পর্ষদে মাধ্যমিকের মোট ৩২৩৫ জন ককবরক ভাষার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৫৫ জন এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ককবরক ভাষার মোট ২৬০৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৫ জন উত্তরপত্র লেখার সময় রোমান হরফ ব্যবহার করে উচ্চতর মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে মাত্র ১.৭১ পরীক্ষার্থী রোমান হরফ ব্যবহার করে উত্তরপত্র লিখেছিল। পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে রোমান হরফ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রও যথাযথি সমান গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা



মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, মন্ত্রী টিংকু রায় এবং মেম্বর দীপক মজুমদার।

প্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে : রাষ্ট্রপতি

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এ দেশে গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ যেভাবে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের পরিকাঠামো ব্যবহার করছেন তাতেই প্রমাণ হয় যে তারা নতুন এই অর্থনৈতিক খোলা মনে গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার কলকাতার সায়ের্পলিটি অডিটোরিয়ামে রাষ্ট্রীয় ইউকো ব্যাঙ্কের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি।

দু’দিনের সফরে সোমবার কলকাতায় এসেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সফরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার বেলেড়ু মঠে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সকালে স্বাগত জানান রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ, সহ সাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধসরানন্দ, মন্ত্রী অরুণ রায়, জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনার। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল উষ্ণর সি ভি আনন্দ বোস। বেলেড়ু মঠের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির হাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পূজার ফুল,প্রসাদ, মা সারদা দেবীর পূজিত সাল, শাড়ি, ঠাকুর মা এবং স্বামীজীর উপর লেখা বই উপহারস্বরূপ তুলে দেওয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি

রূপায়ণে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি আবুটা-র

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে রাজ্য সরকারকে তার নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি করেছে অল বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (আবুটি)। আবুটার সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, “একদময় জাতীয় শিক্ষানীতির (২০২০) বিরোধিতা করেও গত ১৭ মার্চ রাজ্য সরকার তাকে ছব্ব অনুসরণ করে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার অভিনব নকশা ‘কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক’কে কার্যকর করার জন্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেয়। আবার রাজ্য সরকারের জারি করা এক সংশোধনী নির্দেশিকা থেকে জানা গিয়েছে যে তারা তা কার্যকর করার আগে এর সমস্যা ও সম্ভাবনালগ্নিকে খতিয়ে দেখতে চায়। এর জন্য তারা একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তারা শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও মতামত নিতে চায়নি। উল্লেখ্য, ইউজিসি এই শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও পরিকাঠামোর ব্যাপারে কোনো আশ্বাস দেয়নি। এখানেই সরকারের মূল আপত্তি। এটা পরিষ্কার যে এই জনবিরোধী শিক্ষানীতি চালু করতে রাজ্য সরকার অনাগ্রহী নয়। ইউজিসির কাছ থেকে অর্থ ও পরিকাঠামোর আশ্বাস পেলে রাজ্য সরকার তা কার্যকর করে দেবে আবুটা জাতীয় শিক্ষানীতির নামে এই বাণিজ্যিক মডেল চালু করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই যৌথ অভিসন্ধিকে তীব্র নিন্দা করছে। ‘কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক’ এবং চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হলে প্রান্তিক স্তরের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ হবে। শিক্ষার গুণমান হ্রাস পাবে। অর্থ ও পরিকাঠামোর অভাবের অজুহাত নয়, রাজ্য সরকার স্পষ্ট করে বলুক এই শিক্ষানীতি অবৈজ্ঞানিক, শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী এবং সর্বোচ্চ জনবিরোধী। তাই একে চালু করা হবেনা। সেইসঙ্গে তারা নিরন্তর ফাণ্ড কাট বন্ধ করে রাজ্যের বিদ্যমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করুক। তাহলে বোঝা যাবে রাজ্য সরকার শিক্ষার স্বার্থে এবং জনস্বার্থের পক্ষে। নিতা নতুন কমিটি না বসিয়ে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে তার নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করুক।

অভিষেককে শহিদ মিনারে সভার অনুমতিতে আন্দোলনকারীদের আপত্তি শুনেবে হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মার্ঘা ভাতার (ডিএ) দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদের একাংশ। বুধবার ধর্মতলায় শহিদ মিনারে ভূগমলের ছাত্র যুব সমাবেশ রয়েছে। ওই সভার মূল বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ মিনারেই ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনে शामिल হয়েছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। ওই সভার পরিবেশিতা করে মঙ্গলবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। হাই কোর্টে ডিএ আন্দোলনকারীদের দাবি, ২৯ তারিখ শহিদ মিনার নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা অন্যত্র করার নির্দেশ দিক হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতের অনুমতি নিয়েই প্রায় ৫০০০ ডিএ আন্দোলনকারী এখন শহিদ মিনারের নিচে ধরনায় রয়েছেন। সেখানে ভূগমলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সভায় কমপক্ষে ৪০-৫০ হাজার লোক হওয়ার অনুমান করা হচ্ছে। আর তাতে একটা বড় গোলমালের আশঙ্কা হচ্ছে। মামলাকারী আইনজীবীর বক্তব্য, যেখানে ডিএ মঞ্চ রয়েছে সেখানে এই সভা হলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হতে পারে। তাই অন্যত্র হোক সভা। তাঁদের বক্তব্য, একটি কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশ কীভাবে অন্য কর্মসূচির অনুমতি দিল? মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা। দুপুর ২টো নাগাদ শুনানির সভাবনা। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনারে আন্দোলনে शामिल হয়েছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। গত শুক্রবার ৪৪ দিনের মাথায় অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ডিএ আন্দোলনকারীরা।

তিলজলাকাণ্ডে উদ্বোধন প্রকাশ কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): তিলজলাকাণ্ডে টুইটে উদ্বোধন প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের। কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবে। এই কথা জানিয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় শিশুসুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন। সোমবার রাতে তিনি এই প্রসঙ্গে একটি টুইট করেন, তাতে তিনি লেখেন, কলকাতার ৭ বছরের শিশু কন্যার মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন কমিশন। সঙ্গেই টুইটে তিনি লিখেছেন, এই ঘটনায় চিঠি পাঠানো হচ্ছে রাজ্যের ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবকে। একটি প্রতিনিধি দল এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি টুইটে। তিলজলা কাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য। অভিযোগ উঠেছে তিলজলায় সাত বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে খুন করার। গতকাল খুনের ঘটনায় উত্তাল হয় একাধিক স্থান। পার্ক সার্কার্বে রেল অবরোধ করে উত্তপ্ত জনতা। অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তির দাবিতে সোমবারই একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, তাল্লিকের পরামর্শে সন্তান লাভের আশায় শিশুটিকে খুন করেছে অভিযুক্ত। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

তিলজলাকাণ্ডে উদ্বোধন প্রকাশ কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): তিলজলাকাণ্ডে টুইটে উদ্বোধন প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের। কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবে। এই কথা জানিয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় শিশুসুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন। সোমবার রাতে তিনি এই প্রসঙ্গে একটি টুইট করেন, তাতে তিনি লেখেন, কলকাতার ৭ বছরের শিশু কন্যার মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন কমিশন। সঙ্গেই টুইটে তিনি লিখেছেন, এই ঘটনায় চিঠি পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মূল মুখ্যসচিবকে। একটি প্রতিনিধি দল এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি টুইটে। তিলজলা কাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য। অভিযোগ উঠেছে তিলজলায় সাত বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে খুন করার। গতকাল খুনের ঘটনায় উত্তাল হয় একাধিক স্থান। পার্ক সার্কার্বে রেল অবরোধ করে উত্তপ্ত জনতা। অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তির দাবিতে সোমবারই একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, তাল্লিকের পরামর্শে সন্তান লাভের আশায় শিশুটিকে খুন করেছে অভিযুক্ত। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

পঞ্জাবে ভারত-পাক সীমান্তে ফের ড্রোন গতিবিধি! গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে। এবার পঞ্জাবের অমৃতসর সেক্টরে রাজাতাল বর্ডার আউটপোস্ট এলাকায় রাতের অন্ধকারে একটি ড্রোন উড়তে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। ড্রোনটি পাকিস্তানের দিক থেকে উড়ে আসছিল। সোমবার রাতে ড্রোনটি দেখতে পায় ওয়া মাত্রই বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালায়, গুলি লেগে মাটিতে আছড়ে পড়ে ড্রোনটি। মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে তন্মামি চালাবার সময় বিএসএফ জওয়ানরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রায় ৭০০ মিটার এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বেড়াডাল থেকে ৩৫০ মিটার দূরে একটি সাপা রঙের ব্যাগ-সহ একটি কালো রঙের ড্রোন উদ্ধার করেন। ব্যাগ খুললে হালদা রঙের আঠালো টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বড় ব্যাগেট এবং একটি ছোট টর্প পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ২৭-২৮ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে, বিএসএফ জওয়ানরা অমৃতসর সেক্টরের রামতীরখ এলাকায় একটি ড্রোন অনুপ্রবেশ দেখতে পান। গুলিও চালায়। অনুসন্ধান অভিযানের সময়, বিএসএফ জওয়ানরা দুইজনকে গ্রেফতার করেছে এবং ৩.২২ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে।

উমেশ পাল মামলায় আতিকের যাবজ্জীবন সাজা, ৫ হাজার টাকা জরিমানা করল আদালত

প্রয়াগরাজ, ২৮ মার্চ (হি.স.): আইনজীবী উমেশ পালের অপহরণের মামলায় দৌষীসাব্যস্ত মাফিয়া ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে। পাশাপাশি আতিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে প্রয়াগরাজের আদালত। আইনজীবী উমেশ পালের অপহরণের মামলায় অভিযুক্ত মাফিয়া ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদকে মঙ্গলবার দৌষীসাব্যস্ত করেছে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের এমপি-এমএলএ আলদাত। পাশাপাশি দিনেশ পাসি এবং খান শৌলত হানিফকে দৌষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। আতিকের ভাই আশরাফ-সহ বাকি ৭ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে আদালত। পরে আতিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে আদালত। আইনজীবী উমেশ পাল অপহরণ মামলায় মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালতে পেশ করা হয় আতিক আহমেদ-সহ সমস্ত অভিযুক্তদের। আদালতের বাইরে ছিল পুলিশ নিরাপত্তা। এই মামলায় আতিক আহমেদ, দিনেশ পাসি এবং খান শৌলত হানিফকে দৌষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। আতিকের ভাই আশরাফ-সহ বাকি ৭ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক আতিকের বিরুদ্ধে সেই রাজ্যেরই বহুজন সমাজ পার্টির বিধায়ক রাজু পালকে হত্যার অভিযোগ ছিল। ২০০৫ সালের ওই ঘটনায় পরে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী, রাজুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমেশকেও অপহরণ করা হয়।

সংসদীয় দলের বৈঠকে মিলিত বিজেপি সাংসদরা, কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): সংসদীয় দলের বৈঠকে মিলিত হলেন বিজেপি সাংসদরা। মঙ্গলবার সকালে সংসদের প্রধাণার ভবনে সংসদীয় দলের বৈঠকে মিলিত হন বিজেপি সাংসদরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ

প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেছেন, বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে সমাজকল্যাণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মন কি বাত অনুষ্ঠান আগামী ৩০ এপ্রিল শততম পর্ব সম্পূর্ণ করবে, তাই প্রধানমন্ত্রী মোদী সমস্ত সাংসদকে নিজেদের নির্বাচনী এলাকার বিশেষ বিষয়গুলি তুলে ধরতে বলেছেন। উত্তর-পূর্বের সাংসদিক বৈঠকে প্রচার চালাতেও বলা হয়েছে।

বিগত ৯ বছর ধরে দেশের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম অর্থনীতি হিসাবে জন্মবর্ধমান ভারত, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করেন। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেছেন, ‘কেউ কেউ ১৩০ কোটি জনসংখ্যাকে বোঝা মনে করে, কিন্তু আমি ১৩০ কোটি মানুষকে বড় বাজার মনে করি। প্রধানমন্ত্রী মোদী গত ৯ বছরে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন।’ মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে অ্যাসোসি-এর বার্ষিক অধিবেশন ‘ভারত১০০: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই বিশ্ব বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের সামনে দু’টি লক্ষ্য রেখেছেন- ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশে পরিণত করা এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির মাইলফলক অর্জন করা। আমি বিশ্বাস করি, এই দুটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিগত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ভারত তখনই উন্নত হতে পারে যখন দেশের প্রতিটি কোণায় প্রবৃদ্ধি ঘটে। তিনি বলেন, ২০১১ সালে ভারত ছিল ১১ তম বৃহত্তম অর্থনীতি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পৌঁছেছে।

ভারত ও আফ্রিকান দেশগুলি পারস্পরিক উপকারী সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদার করেছে : মনোজ পাভে

পুনে, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারত ও আফ্রিকান দেশের সেনাপ্রধানদের প্রথম যৌথ সম্মেলন মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় ভারতের সেনাপ্রধান মনোজ পাভে বলেছেন, ভারত ও আফ্রিকান দেশগুলি পারস্পরিক উপকারী সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করেছে। সহযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দু’টি অঞ্চল শান্তি ও স্থিতিশীলতা উন্নীত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। সেনাপ্রধান মনোজ পাভে বলেছেন, ভারত ও আফ্রিকা একত্রে মানবতার এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে এবং আফ্রিকার ৪৬টি দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়রা বিশ্ববাপী মোট ভারতীয় প্রবাসীর প্রায় ১২.৫ শতাংশ। এই বিশাল সংখ্যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনার প্রতিফলন করে। সেনাপ্রধানের কথায়, আমরা (ভারত-আফ্রিকা) সন্ত্রাসবাদ এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার অভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করি যা আমাদের উন্নয়ন শিল্পকে প্রভাব ফেলতে পারে। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা মোকাবেলায় আমাদের সহযোগিতা ও পারস্পরিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আফ্রিকার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ১০টি নির্দেশনায় ভারতের মধ্যে একটি ছিল।

‘গুরু সত্যজিৎ সিনহা লাইফটাইম মরণোত্তর সম্মাননা’ পাচ্ছেন পাথারকান্দির বিশিষ্ট

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.): ‘গুরু সত্যজিৎ সিনহা লাইফটাইম মরণোত্তর সম্মাননা’ পাচ্ছেন পাথারকান্দির বিশিষ্ট বিয়োগপ্রিয়া মণিপুরি নৃত্য প্রশিক্ষক, মুদ্রদাবন্দক, নৃত্যগুরু তথা নৃত্য-প্রচারক লক্ষ্মণ সিনহা। আগামী ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা পাঁচটার ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ক্লাসিক ডান্স অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গুৱাহাটী জেলা প্রধাণগারে প্রয়াত এই প্রতিভাবান শিল্পীর পরিবারের হাতে মরণোত্তর পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। প্রয়াত শিল্পীর পরিবারের কোনও সদস্যের হাতে ‘গুরু সত্যজিৎ সিনহা লাইফটাইম মরণোত্তর সম্মাননা’ তুলে দেওয়া হবে, জানা গেছে তাঁর পরিবার সূত্রে। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজক সংস্থা প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। প্রসঙ্গত, প্রতিভাবান এই নৃত্যশিল্পী বার্ষিকজনিত রোগভোগের পর ২০২১ সালের ২৭ জুন পাথারকান্দির নয়াডহরে অবস্থিত নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এক সময় প্রতিভাবান এই শিল্পী ভারত সহ বিদেশেও নিজের নৃত্য ও মুদ্রদাবন্দের কলা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর বহুমুখী নৃত্যশিল্পের দরুন দিল্লি ও মুম্বাইয়ের তৎকালীন অনেক চিত্র পরিচালক ছায়াছবির নৃত্য চিত্রায়নের জন্য তাঁর পরামর্শও নিতেন। দিল্লির সও অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের আমন্ত্রণে বেশ কিছুদিন নৃত্য পরিচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন নৃত্যগুরু লক্ষ্মণ সিনহা।

হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি রুখতে বিকল্প চাষে জোর বন দফতরের

নাগরাকান্দি, ২৮ মার্চ (হি.স.): হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি রুখতে বিকল্প চাষে জোর দিচ্ছে বন দফতর। এজন্য হাতিয়ার করা হয়েছে গোলমরিচকে। হাতি ওই ফসল খায় না। বন দফতরের ডায়না রেঞ্জের তরফে বিভিন্ন বনবন্ডি এলাকার বাসিন্দাদের গোলমরিচের চারা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার লুঙ্গানোর কালিখোলা বস্তিকে দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়। সব মিলিয়ে ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত সাতটি বন বস্তির আড়াই হাজার বাসিন্দাকে গোলমরিচের চারা তুলে দেওয়া হবে। রেঞ্জের অশেষ পাল বলেন, গোলমরিচ একটি অর্থকরী ফসল। বাজার দর ও যথেষ্ট। ফলে এলাকার কৃষকদের কাছে বিকল্প আয়ের একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে। যৌথ বন পরিচালনা সমিতির লক্ষ্যে সড়ে নিয়ে স্থানীয়দের গোল মরিচের চারা দেওয়া হচ্ছে। ডায়না রেঞ্জ সজে জানা গিয়েছে, মাথা গুলে ৫ জন করে মোট ৫০০ জনকে চারা দেওয়া হবে। কালিখোলা বস্তি ছাড়াও খয়েরবাড়ি, খেরকাটা, হাম্যপুর্, কলাবাড়ির মত বিস্তীর্ণ হাতি উপদ্রিত এলাকাতে গোলমরিচের চারা গুলি দেওয়া হবে।

প্রবল বিক্ষোভের মুখে পিছু হঠলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, স্থগিত বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত বিল

জেরুজালেম, ২৮ মার্চ (হি.স.): দেশজুড়ে আছড়ে পড়েছিল বিক্ষোভের ঢেউ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রবল বিক্ষোভের মুখে শেষ পর্যায়ে পিছু হঠলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি জানিয়েছেন, বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত বিল সংসদের আগামী অধিবেশন পর্যায়ে স্থগিত রাখা হচ্ছে। আর ওই ঘোষণার পরেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে দেশের বড় শ্রমিক সংগঠনগুলি। বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ। নতুন বিল এনে দেশের সবচেঁি আদালতের রায় বলে দেওয়ার দেওয়ার সর্বসম্মত হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন।ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই দেশজুড়ে বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। কার্যত অচল হওয়ার মুখে দাঁড়িয়েছিল দেশ। সেনাবাহিনীর সদস্য থেকে শুরু করে কৃষকসহ বিভিন্ন সামিল হয়েছিলেন ধর্মঘটে। বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা করায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালাস্টকেও বরখাস্ত করেছিলেন নেতানিয়াহ। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যায়ে সোমবার সকালেই প্রেসিডেন্ট আইজাক হারজোগ সংসদের অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রীকে। আর ওই নির্দেশের পরেই তড়িৎঘটিত বিচার বিভাগ সংক্রান্ত বিল স্থগিত রাখা কথা ঘোষণা করেন নেতানিয়াহ। যদিও প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে এখনও অনড় বিক্ষোভকারীরা।

গোলাবারুদ সহ মণিপুরে গ্রেফতার মায়ানমার-ভিত্তিক পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের দুই জঙ্গি

ইমফল, ২৮ মার্চ (হি.স.): মণিপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে মায়ানমার-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ)-এর দুই ক্যাডারকে। তাদের হেফাজত দেওয়ার অত্যাধুনিক আয়োজনের গুলি সমেত বেশ কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন থেকে মণিপুর সরকার রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা কর্মসূচী বিস্তারী অভিযান চালিয়েছে। এরই মধ্যে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী ৭৯ এবং ৮০ নম্বর পিলারের কাছে বিদেশি আভারগ্রাউন্ড সংগঠনের কয়েকজন ক্যাডার বিচরণ করছে বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য পান সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ। প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তিতে গতকাল মোরে এবং খাবেইসোই-এর বিশেষ যৌথ কমান্ডো বাহিনীর দল টেনেপোলা জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী জাংনোই গ্রাম সংলগ্ন ৭৯ এবং ৮০ নম্বর পিলারের কাছে তাল্লাশি অভিযান চালায়। ওই অভিযানে বেলা প্রায় ১:২০ মিনিট নাগাদ মায়ানমার-ভিত্তিক আভারগ্রাউন্ড সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্স-এর দুই ক্যাডারকে হেফাজতে নেয় যৌথ কমান্ডো বাহিনী। আটক দুই জঙ্গি ক্যাডারকে মায়ানমারের বাসিন্দা নিপাইং এবং ইয়েইং অং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ধৃতদের হেফাজত থেকে একে ৪৭ রাইফেলের সক্রিয় দুই রাউন্ড গুলি, পয়েন্ট (.) ৯ এমএম পিস্তলের সক্রিয় দুই রাউন্ড গুলি, সিম সহ দুটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, দুটি ছোট হ্যান্ডব্যাগ, ১০,১০০ মায়ানমারি কিয়াট এবং একটি কেনবো বাইক কমান্ডোর বাজেয়াপ্ত করেছেন কমান্ডোর। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য আটক দুই জঙ্গি ক্যাডারকে মোরে সদর থানায় সরিয়ে দেওয়া হলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উভয়কে সুনির্দিষ্ট আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানিয়েছে সূত্রটি।

করিমগঞ্জের ছয়টি স্কুলে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী বণ্টন বিএসএফ-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.): সিন্ধিক আকশন প্রোগ্রামের অধীনে আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জের ছয়টি হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী বণ্টন করেছেন বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন কর্তৃপক্ষ। করিমগঞ্জের গৌরগোবিন্দ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ভিকমর্টাদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বিন্নাজাসুদরী গার্লস হাইস্কুল, এমএমএমসি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, লক্ষীবাজার হাইস্কুল, চাঁদশ্রীকোণা এমই স্কুলে পাঁচটি কম্পিউটার, পাঁচটি ট্যাবল সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী বিতরণ করেছে বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন। এদিন বেলা দশটায় এই কার্যসূচির শুভারম্ভ করেন বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেট সঞ্জয় সিং। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রতি বছরই সিন্ধিক আকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এবার সীমান্তবর্তী এলাকার স্কুলগুলোকে বাহাই করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্কুলে পাঁচটি করে কম্পিউটার সেট, ট্যাবল সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী মানুষের হৃদয় ও মন জয় করার জন্য এ ধরনের কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়। সঙ্গে এ ধরনের সামাজিকতা সমরসতার মাধ্যমে বিএসএফ জওয়ান সহ স্থানীয়দের মধ্যে আত্মবোধ, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে ওঠে। মঙ্গলবার সামগ্রী বণ্টন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৬ নম্বর বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড ফকিরদীন চৌহান, ডেপুটি কমান্ডেট রাজেন্দ্র শর্মা ও কেসি মিনা, ইমপেক্টের রাজীব কুমার, কিষণ কুমার সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সামাজিকতাতে কণ্ণ বস এগিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সীমান্তবর্তী মানুষের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এই সুরক্ষা এজেন্সির।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সকালে দুধ চা খেলে শরীরে যে আটটি ক্ষতি ও পরিবর্তন হয়



গানের কথাতে আছে 'এক কাপ চা খাওয়া লেগেই সকালটা শুরু' অর্থাৎ আমরা সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে জল বাড়ে সর্বপ্রথম যে পানীয়টি গ্রহণ করি সেটি হলো চা। সকালে ঘুম ভাঙার থেকে শুরু করে সারা দিনের ক্রান্তি দূর করা পর্যন্ত চা এর অবদান অনস্বীকার্য। সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা এমনকি দুপুরবেলা তেও অনেকে চা পান করে থাকেন। চা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর পানীয় কিন্তু কখনো কখনো ক্ষেত্র

মাত্রারিক্ত হয়ে গেলে সেটি ডেকে আনে শরীরের ক্ষতি। ঘুম থেকে ওঠার পর চা না খেয়ে দিনটা কেমন জানি শুরু হয় না। ভালোভাবে যেকোনো কাজের শুরুতেই চা অত্যাবশ্যকীয়। অনেকে আবার চা খাবার প্রতি আভির্কশন হয়ে যায়। অর্থাৎ দিনে মাত্রারিক্ত চা খেয়ে ফেলেন এর পাশাপাশি অফিস টাইমে যারা কাজ করেন দীর্ঘ সময় কাজ করা ফর শরীরের ক্রান্তি আসে সেটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে চা

পান করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যদি মাত্রারিক্ত চা পান করা হয় তাহলে আপনার শরীরে আসতে পারে চরম ক্ষতি। তাই আপনি যদি দিনে অধিক চা গ্রহণ হয়ে থাকেন তাহলে এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার আপনার। তবে শুধু মাত্র চা নয়, দুধ চা খেলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। এক গবেষণায় বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ দিনে তিন থেকে চার কাপ চা খেতে পারে। সেটি তার স্বাস্থ্যের

কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু এর বেশি অর্থাৎ ৭-৮ কাপ যদি কেউ দুধ চা খায় তাহলে তার শরীরে হতে পারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। সারাদিনে একজন সুস্থ ব্যক্তির ২-৪ কাপের বেশি চা খাওয়া উচিত না। চা পানীয় হিসেবে খুবই স্বাস্থ্যকর। কেননা চাতে ক্যাফেইনের পাশাপাশি ক্যাটেচিন থাকে কিন্তু চায়ের সাথে যদি দুধ মিশানো হয় তবে দুধের কেজিন প্রোটিন আর ক্যাটেচিন রি-অ্যাকশন করে এন্টিঅক্সিডেন্টের গুণ নষ্ট করে দেয়, পাশাপাশি চা-কে এসিডিক করে ফেলে। যার কারণে ইনফ্লামেশন হয়। আর চিনি যোগ করলে সেই ক্ষতি আরও বেড়ে যায়। আসুন দেখে নেওয়া যাক যে দুধ চা খেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে।

- ১) পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে
- ২) স্ট্রেস এবং দুশ্চিন্তা বাড়ায়
- ৩) আভির্কশন বাড়ায়
- ৪) পেট ফাঁপা জনিত সমস্যা তৈরি করে
- ৫) অনিদ্রা
- ৬) ব্রণ ওঠে
- ৭) কোষ্ঠকাঠিন্য
- ৮) রক্তচাপ ওঠানামা করে।

খুশকি দূর করার কিছু ঘরোয়া টোটকা



চুলের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ড্যান্ড্রাফ বা খুশকি। চুলে খুশকি হলে খুব জ্বালাপোড়া করে এমনকি চুল ওঠা শুরু করে। এই খুশকি দূর করার জন্য অনেকেই ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু ব্যবহার করে। হয়তো খুশকি কিছুটা দূর হয় কিন্তু কেমিক্যাল দেওয়া শ্যাম্পু পরবর্তীতে চুলের ক্ষতি করতে পারে। তবে আয়ুর্বেদে রয়েছে এমন কয়েকটি উপকরণ যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার চুলের যত্ন নেয়, ড্যান্ড্রাফের হাত থেকেও রেহাই দেয়। ১) নিম

নিমপাতার পাতার একটি পেস্ট তৈরি করুন, একবাটি দইয়ে এই পেস্ট মিশিয়ে মাথায় লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। নিমের আন্টিফাঙ্গাল উপাদান ড্যান্ড্রাফের সঙ্গে দারুণ ভাবে কাজ করে। ২) ডিমের সাদা অংশ ও লেবুর রস একটি ছোট পাত্রে দুটি ডিমের সাদা অংশ নিয়ে এক চামচ লেবুর রস মেশান। আধ ঘণ্টার জন্য চুলে লাগিয়ে রেখে দিন, তারপর জাতীয় শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ড্যান্ড্রাফ খুব শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

ডিমের সাদা অংশ প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা চুলের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ৩) আমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলা খুশকি প্রতিরোধ করে। আমলা গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। ৮ থেকে ১০টা তুলসী পাতা অল্প করে জল দিয়ে পেস্ট করে আমলার পেস্টের সাথে মেশান। হাত দিয়ে চুলের গোড়ায় লাগান পেস্টটি। প্রায় ৩০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা জলে শ্যাম্পু করে নিন। ৪) মেথি বা মেথি বীজ মেথি দানা উচ্চ প্রোটিন এবং নিকোটিনিক

আসিডে সমৃদ্ধ যা চুল পড়া এবং ড্যান্ড্রাফ প্রতিরোধে সহায়তা করে, তাছাড়াও চুলের শুষ্কতা, চুল ওঠা এবং চুলের পাতলা হয়ে যাওয়ার সমস্যাও কমায় মেথি। রাতে তিন চামচ মেথি বীজ নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ড্রেজারের সাহায্যে গুঁড়িয়ে নিন ওই মেথি। এবার মেথির এই পেস্টে এক চামচ লেবুর রস মেশান। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই পেস্ট প্রয়োগ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন। ৫) আমলা, রিঠা ও শিকাকাই আমলা, রিঠা এবং শিকাকাই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা আপনার চুল এবং মাথার জন্য আশ্চর্য উপকারে আসতে পারে। সংক্রমণজনিত জীবাণুগুলি অপসারণ করে আপনার চুলকে পরিষ্কার রাখতে রিঠা অত্যন্ত কার্যকরী। পাঁচ থেকে ছয়টি রিঠা, শিকাকাইয়ের ছয় থেকে সাত টুকরো এবং কয়েকটা আমলা জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। সকালে উঠে মিশ্রণটি ফুটিয়ে নিন এবং তারপর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করে নিন। ড্রেজারের সাহায্যে মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে হেঁকে নিন। শ্যাম্পু হিসাবে এই তরল মিশ্রণটি ব্যবহার করুন।

নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের জীবাশ্ম খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা

ডায়নোসরের নিয়ে কত তথ্যই না আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে। সম্প্রতি গবেষকরা এক অদ্ভুত প্রজাতির ডায়নোসরের আংশিক মাথার খুলি খুঁজে পেয়েছেন। আর তা পাওয়া গিয়েছে সুদূর আর্জেন্টিনায়। নতুন প্রজাতির এই ডায়নোসর 'আমলেস' বা হাত ছাড়া ডায়নোসরের প্রজাতির খুব কাছাকাছি রয়েছে। অর্থাৎ এই দু'ধরনের ডায়নোসরের প্রজাতির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। তবে হাত ছাড়া ওই ডায়নোসরের মূলত বসবাস ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের নাম ক্রিটেশাস যুগের শেষ পর্যায়ে, আজ থেকে প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর আগে একদম অন্য ধরনের যাকে বলে ইউনিক ইকোসিস্টেম ছিল। তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের জীবাশ্ম থেকে। বলা হচ্ছে, এই ডায়নোসর আসলে মাংসাশী ডায়নোসরের দলের সদস্য।



বর্তমানের আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতে ঘুরে বেড়াত এরা। গবেষকরা বলেছেন, নতুন যে ডায়নোসরের প্রজাতি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তারা হয়তো এই দলের পূর্বপুরুষদের বেশ নিকট আত্মীয় হতে পারে। তবে - এর সঙ্গে দের দুটো পার্থক্য রয়েছে। কোনও হর্ন বা শিং নেই। দ্বিতীয় হল এরা উত্তর আর্জেন্টিনায় থাকত। সেখানেই ওই মাথার খুলি আবিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে - দের বেশিরভাগই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ভাগে। তবে এই দ্বিতীয় তথ্য থেকে একটা ব্যাপার অনুমান করা

হয়েছে যে সম্ভবত ডায়নোসররা আসলে বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেমে থাকতে পারে। - এই জানালো গবেষকরা তাঁদের আবিষ্কার করা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেছেন। এখনকার নিরিখে দেখলে মনে হবে আবিষ্কার। কারণ একই সঙ্গে কোনও প্রাণী কীভাবে আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতে বিচরণ করতে পারে? যদিও কয়েকশো লক্ষ লক্ষ বছর আগে সমস্ত মহাদেশ একসঙ্গেই যুক্ত ছিল, সুপারকন্টিনেন্ট হিসেবে। ফলে তখন এমতটা সম্ভব ছিল। পরবর্তী

কালে টেকটনিক প্লেটের স্থানান্তরের কারণে ওই বিশাল ভূখণ্ড ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর আগে এই এবং অংশও নিজেদের ভাঙতে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই ভাঙনের গতি ছিল খুবই কম। ফলে প্রাণীরা এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতে পারত।

ব্যবহারের ভুলে দাম দিয়ে কেনা সেরাম স্বকের যত্নে কোনো ঝকঝকেই আসবে না। সেরাম স্বকের গভীরে গিয়ে কাজ করে এবং সর্বচেয়ে ভালো ফলাফল দেয়। তবে ভুল উপায়ে এর ব্যবহার কেবল অর্থের অপচয় মাত্র। এক্সফলিয়েট করতে ভুলে যাওয়া: স্বকের মৃত কোষ দূর করতে এক্সফলিয়েট করা আবশ্যিক। এটা স্বককে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে এবং সেরামের কার্যকারিতা বাড়াতো ও সহায়তা করে। লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিষ্ঠিত

ঘুরতে গেলে অবশ্যই চেখে দেখুন এই ৬ স্ট্রিট ফুড

সুলায় সিংহ: বারাগসী মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, গঙ্গারতী দশশ্রমেথ থেকে মণিকর্ণিকা ঘাট। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো জনবসতি পূর্ণ শহর যেন ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। পুরানকথা থেকে ধর্ম আর ইতিহাসের মেলবন্ধনে আজও দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে অতি আপন, অতি প্রিয় এই শহর। তবে শুধুই চোখ আর মনের খিদে নয়, বারাগসী কিন্তু মনের খিদে মেটাতেও ওস্তাদ। এই শহরে ঘুরতে গেলে বেশ কয়েকটি স্ট্রিট ফুট আপনাকে চেখে দেখতেই হবে। নাহলে কিন্তু বারাগসী সফর অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। চলুন তাহলে চটপট জেনে নেওয়া যাক, কাশী বিশ্বনাথ থামে কোন খাবারগুলি খেতেই হবে। মালাইয়ো: বারাগসী গিয়ে আর কিছু খান না খান, মালাইয়ো মাস্ট। দুধকে ক্রমাগত জাল দিয়ে ঘন করে প্রায় ফোদা আকার দেওয়া হয়। তাতে মেশানো থাকে খানিকটা কেশর। হলদেটে রঙের সেই মালাইয়ো মাটির ভাঁড়ে তুলে দেওয়া হবে আপনার হাতে। বিশ্বাস করুন, প্রতি চামচে তুলু। ভাঁড় শুনা হলে কিন্তু সেটি ফেলে দেবেন না। এবার আপনাকে সেই ভাঁড়েই দেওয়া হবে সেই স্বাদেরই কেশর দুধ। চুমুক দিলেই জাস্ট মাজিক! কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের চার নম্বর গেটের আশপাশে প্রচুর ছোট



দোকান পেয়ে যাবেন মালাইয়ো। দাম? মাত্র ৩০ থেকে ৪০ টাকা। রাবড়ি: বারাগসীর বিখ্যাত বারড়ির কথা হয়তো সকলেরই জানা। খাঁটি দুধের তৈরি রাবড়ি অবশ্য খাবেন। তবে ঘুরতে গিয়ে পেটের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাই অল্প করে খান। দশশ্রমেথ ঘাটের কাছে গঙ্গোলিয়া মোড়ের কাছেই পেয়ে যাবেন মন ভাল করে দেওয়া রাবড়ি। পাবেন ৪০০/৫০০ টাকা কেজি দরে। চাট: মন্দির দর্শন করে ঘাটে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ যখন মনটা কিছু "খাব খাব" করবে, তখন দ্বিতীয়বার না ভেবে সোজা চলে যান চাটের দোকানে। হালফ করে বলতে পারি, চাটের এমন স্বাদ

আর কোথাও পাবেন না। এক-দুই নয়, অন্তত ১০-১২ রকমের চাট চেখে দেখতে পারেন। টমেটো চাট, আলু টিকি চাট থেকে ধনিয়া চাট, নানা স্বাদে মন মজতে বাধ্য। গঙ্গোলিয়া মোড়েই পাবেন একাধিক চাটের দোকান। তবে সেরার তালিকার শীর্ষে রাখাই যায় কাশী চাট ভাতারকে। হিংয়ের কচুরি, জিলাপি ও লাল প্যাড়া: বারাগসীর অলিতে গলিতে পাবেন রসের সন্ধান। মন্দিরের আশপাশের যে কোনও গলিতে চুকে পড়ুন সাত সকালে। খোঁজ পেয়ে যাবেন নতুন করে আর কিছুই বলার থাকে না। তবে নবরত্ন পানিটি চেখে দেখতে ভুগবেন না। ঘুরেফিরে হ্যাঁচা পান কিন্তু সসফ নিয়ে ফিরতে ভুলবেন না।

প্যাড়া কিন্তু শুধুমাত্র বারাগসীতেই পাবেন। লসিস: গরম কালে বারাগসী গেলে লসিসতে চুমুক দিতে ভুলবেন না। সাধারণত দুই ফেটিয়ে যে লসিস খেতে আমরা অভ্যস্ত, এখানকার লসিস স্বাদ কিন্তু তার থেকে আলাদা। এখানকার লসিস বেশ ঘন, অর্থাৎ দুইয়ের পরিমাণ বেশি। তাই এটি খাওয়ার নিয়ম চামচ দিয়ে। আবার এর উপর বিভিন্ন ফলও ছড়ানো থাকে। কমলা লেবু থেকে বেদানা কিংবা আপেলের স্বাদে ভুতে পারেন লসিসতে। কোনসরী পান: এ ব্যাপারে নতুন করে আর কিছুই বলার থাকে না। তবে নবরত্ন পানিটি চেখে দেখতে ভুগবেন না। ঘুরেফিরে হ্যাঁচা পান কিন্তু সসফ নিয়ে ফিরতে ভুলবেন না।

যে মাছ খেলে কমবে হৃদরোগের ঝুঁকি

মাছে ভাতে বাজলি। প্রতিদিনের খাবার পাতে মাছ না থাকলে চলে না অনেকেই। ছোট-বড় সবাই মাছ খেতে ভালোবাসে। এতে শরীরেও মেলে পুষ্টি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মাছ অনেক উপকারী। এমনকি মাছের তেলও শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে একেকজনের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন মাছ। আবার কেউ কেউ কাঁটার ভয়েও এড়িয়ে যান মাছ। তবে রুই মাছ কিন্তু এদিক থেকে সুবিধাজনক। এই মাছে থাকে ভরপুর প্রোটিন। আবার রুই মাছে ক্যালোরির পরিমাণও থাকে কম। ফলে যারা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁদের জন্য আদর্শ এই মাছ। রুই মাছের তেলে থাকা অসম্পূর্ণ ফ্যাটি অ্যাসিড। যা রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এলডিএল ও ভিএলডিএল কমায়। একই সঙ্গে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএলের



মাত্রা বাড়ায়। এর ফলে হৃদযন্ত্রে চর্বি জমে না। আমেরিকার স্কুল অব নিউ ট্রিশমেন চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকার তথ্য অনুসারে, রুই মাছ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। আবার উচ্চ রক্তচাপ

থাকলে তা কমাতেও সাহায্য করে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন বলছে, ওমেগা ৩ রক্তের অণুচক্রিকা জমাট বাঁধতে দেয় না। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক

কমে। এ ছাড়াও রুই মাছে আছে ভিটামিন এ, ডি ও ই। ক্যালসিয়াম, জিংক, সোডিয়াম, সোহা-খনিজ সমৃদ্ধ রুই মাছ স্নায়ুতন্ত্র ও ফ্যাটের বিপাক ক্রিয়াতেও ব্যপকভাবে সাহায্য করে।

চুল সুন্দর ও সতেজ রাখতে চুলের যত্ন কি ভাবে নেবেন



বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ বরা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মানুষেরই চুল ঝরে যায়। এই চুল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় করে

থাকেন, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয় না। এই চুল বিভিন্ন কারণে ঝরে যেতে পারে, যেমন অনিয়মিত নিদ্রা, অনিয়মিত খাবার, দূষণ, খাবারের মধ্যে সঠিক পুষ্টি না পাওয়া, মাথায় খুঁকি এই সকল কারণে মাথার চুল ঝরে যেতে পারে।

১. নারকেল তেলের মধ্যে কিছু মেথি ভিজিয়ে রাখুন। তার পর ওই

মেথি ভেজানো নারকেল তেল মাথায় ভালো করে মালিশ করুন। এই ভাবে সপ্তায় ৩-৪ দিন করতে পারেন। রাতে শোবার আগে বা সকালে স্নান করার ২ ঘণ্টা আগে ও এই তেল লাগাতে পারেন, যাতে তেলটি মাথায় বসতে পারে।

সেরাম ব্যবহারের ভুলগুলো

সৌন্দর্যবিদ জিনা মারি ওয়েলঅ্যান্ডগুড উটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ত্বক এক্সফলিয়েট করা গভীরে প্রসাধনী প্রবেশ করতে ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।" তবে প্রতিদিন এক্সফলিয়েট করা ক্ষতিকর। তাই ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে দু'দিনবার এক্সফলিয়েট করা যুক্তিপূর্ণ। ভুল ধাপ অনুসরণ: নামি দামি প্রসাধনী ব্যবহারের পরেও ভালো ফলাফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ভুল ধাপে তা

ব্যবহার করা। মারির মতে, প্রথমে মুখ ভালো মতো ধুতে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে এক্সফলিয়েট করতে হবে। এরপর টোনার ব্যবহার করে ত্বককে সেরাম ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে। মারি, প্রতিটা ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। আর শেষে ময়েচারাইজার ব্যবহার করতে হবে বলে জানান তিনি। চাপ দিয়ে ব্যবহার না করে ঘষা: সেরাম হাতে নিয়ে মুখে মালিশ করে ব্যবহার করা বেশ আনন্দদায়ক কিন্তু

তা কার্যকর নয়। সেরামের উপযুক্ত ব্যবহার হলো, তা হাতে নিয়ে মুখে হালকা চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যবহার করা। মারি বলেন, "সেরাম ব্যবহারের সময় তা সর্বদা উপরের দিকে গতিশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং মালিশ করা বাদ দিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "গতিশীলভাবে ও চাপ দিয়ে ব্যবহার করা হলে তা অল্প পণ্যে বেশি উপকারিতা দেয়।" উপকরণের মিশ্রণ: ত্বকের যত্নে অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার মানেই উপকারী তা কিন্তু নয়।

৩. নারকেল তেলের সাথে এলোভেরার নির্যাস / জুস মিশিয়ে হালকা গরম করে নিন। এই মিশ্রণটি মাথায় মালিশ করুন। এতে চুলের গোড়া যেমন মজবুত হবে, তেমনিই চুলের খাবার ও খাবার চেষ্টা করুন, সঠিক সময়ে থাকা গ্রহণ করুন, দুশ্চিন্তা থেকে দূরে বালি থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন, সঠিক পরিমাণ নিদ্রা গ্রহণ করুন, হাসিখুশি থাকুন। এই চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।



মঙ্গলবার আগেরতলায় সিআইটিইউ এক গণ ডেপুটেশনের আয়োজন করে।

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছেই, ঘর্মান্ত গরমও বাড়ছে তিলোত্তমায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছেই, বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। কমবেশি বৃষ্টির মধ্যেও গরম বাড়ছে তিলোত্তমায়, ঘামছে মহানগরী। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টি হবে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে। বঙ্গবিন্দু-সহ বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। কোথাও কোথাও বৃষ্টিপতিবারও বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টিপতিবারের পর আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা।

দক্ষিণের পাশাপাশি ভিজবে উত্তরবঙ্গও। আগামী চার দিন উত্তরের দার্জিলিং, কালিঙ্গ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হবে সিকিমেও। এ ছাড়া, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মালদহ, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

১৫ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট সুপারিশে থাকার যোগ্য হবে : ইলন মাস্ক

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৮ মার্চ (হি.স.): বড়সড় ঘোষণা করলেন মাইক্রোরিগিং সাইট টুইটারের মালিক ইলন মাস্ক। মঙ্গলবার তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট সুপারিশে থাকার যোগ্য হবে। টুইটারের ভেরিফায়েড চিহ্ন হিসেবে ব্লু-টিক ২০০৯ সাল থেকে রয়েছে। সেলিব্রিটি এবং তারকাদের আসল প্রোফাইলকে চিহ্নিত করতেই এতদিন ব্লু-টিক ছিল অন্যতম ভরসা। ব্লু-টিকের পরিবর্তে এখন টুইটারে এসেছে বিভিন্ন রঙের টিক।

তবে, এই যুগ শেষ হতে চলছে। এবার থেকে নির্দিষ্ট আর্থিক মূল্যের বিনিময়েই প্রোফাইলে যুক্ত করা যাবে ব্লু অথবা অন্যান্য রঙের টিক চিহ্নটি। আর এবার ইলন মাস্ক ঘোষণা করলেন, ১৫ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট সুপারিশে থাকার যোগ্য হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য একই কারণে যাচাইকরণের প্রয়োজন হবে।

দিল্লির বদরপুরে বহুতলে আঙুন; তীব্রতায় ভেঙেও পড়ল ভবন, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আঙুন লাগল দিল্লির বদরপুর এলাকায় অবস্থিত একটি পোতালা বহুতলে। আঙুনের তীব্রতায় বহুতলটি ভেঙেও পড়ে। সোমবার রাতে বদরপুর এলাকার ওই বহুতলে আঙুন লাগে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আঙুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দিল্লি দমকলের এডিপি রাজেশ শুল্লা বলেছেন, বদরপুর এলাকার একটি বহুতলে আঙুন লাগার পর বহুতলটি ভেঙে পড়ে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলের মোট ১৮টি ইউনিট। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আঙুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আঙুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ন্যাশভিলে খ্রীষ্টান স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা; ৩টি শিশু ও আততায়ী-সহ মৃত ৭, নিন্দায় সরব জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ (হি.স.): মার্কিন মূলকে ফের শিক্ষাসনে বন্দুকবাজের হামলা। ন্যাশভিলের টেনেসিতে খ্রীষ্টান স্কুলে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৩টি শিশুর। ওই আততায়ী-সহ আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন একজন স্কুল পরিচালক, একজন শিক্ষক এবং একজন স্কুলের কোয়ার টেকার। ঘটনার পর পরই বাচ্চাদের খোঁজে স্কুলে ছুটে যান অভিভাবকরা। আহতদের পরিস্থিতি একজন মহিলা বলে জানা গিয়েছে। আততায়ীর মৃত্যুর পর একটি বন্দুকধারী পাশাপাশি একটি হ্যাণ্ডগানও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত বন্দুকধারী একজন তরুণী। সন্দেহভাজন একটি পাশের দরজার প্রবেশদ্বার দিয়ে ভবনে প্রবেশ করেছিল এবং চার্চের দ্বিতীয় তলায় এলাপাখাড়া গুলি চালায়। শুধুমাত্র স্কুল নয়, আরও কয়েকটি স্থানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তার।

সোমবার মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন এই ঘটনাকে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেমি অটোমেটিক রাইফেলের ওপর নিষেধাজ্ঞার আবেদনও জানান তিনি। পরবর্তীকালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ফেডারেল বিস্তৃত্যে পতাকা অর্ধনমিত রাখার কথা ঘোষণা করেন বাইডেন।

সৌদিতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ জন উমরাহ হজ যাত্রীর, আহত কমপক্ষে ২৯

রিয়াদ, ২৮ মার্চ (হি.স.): সৌদি আরবে উমরাহ হজ যাত্রী বোঝাই বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২০ জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৯ জন। ঘটনাস্থলে ঘটেছে সৌদি আরবের অসির প্রভিন্সের আকাবা সার নামক এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাসটি একটি ব্রিজ ধাক্কা মারার পর উল্টে যায় এবং তাতে আগুন ধরে যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে উমরাহ হজের উদ্দেশ্যে সৌদিতে এসেছিলেন তাঁরা। ঘটনায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ব্রেক ফেল করার বাসটি একটি ব্রিজ ধাক্কা মারে, তারপর উল্টে যায় ও বাসে আগুন ধরে যায়। এই বাস দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি ২৯ জন আহত হয়েছেন।

ভারতে ১১-হাজার ছুইছুই সক্রিয় রোগীর সংখ্যা; দৈনিক সংক্রমণ ১,৫৭৩, মৃত্যু ৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আগের দিনের তুলনায় একটু কমল, তবে বৃদ্ধি পেয়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনার সংক্রমিত হয়েছেন ১, ৫৭৩ জন, সোমবার সারাদিনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১০,৯৮১-তে পৌঁছেছে।

এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,০৭৭, ৫২৫-তে পৌঁছেছে। ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০, ৮৪১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সূস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬৫, ৭০৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৯ শতাংশ, সোমবার সারাদিনে সূস্থ হয়েছেন ৮৮৮ জন। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১১ হাজার ৩৩৯ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫, ৬৫, ৩৬১। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,২০,৯৫৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রভিডেন্ট ফাউন্ডের সুদের হারে সামান্য বৃদ্ধি, তবুও গত অর্থবর্ষের ঘাটতি মিটল না

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): চলতি অর্থবর্ষের জন্য কর্মী প্রভিডেন্ট ফাউন্ড (ইপিএফ) সদস্যদের জমা টাকার উপরে সুদ বাড়ালো ইপিএফও। চলতি অর্থবর্ষের সুদ ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার। তাতে দেখা গিয়েছে, ২০২২-২৩ সালে ৮.১৫ শতাংশ হারে সুদ মিলবে ইপিএফে। যা গত অর্থবর্ষের চেয়ে সামান্য বেশি। গত বছর মার্চে ইপিএফের সুদ ৮.৫ শতাংশ থেকে নামিয়ে ৮.১ শতাংশ নিয়ে আসা হয়েছিল। তা ০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে গত অর্থবর্ষের ঘাটতি মোটামুটি গেল না এ বারও।

অনুমোদনের জন্য শ্রম মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকে। উল্লেখ্য, গত বছর ৮.১ শতাংশ হারে সুদ ঘোষণার পর দেশ জুড়ে গ্রাহকদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ ১৯৭৭-৭৮ সালের পরে ওই সুদের হারই ছিল সর্বনিম্ন। তার পর এ বছর সুদের হার আগের চেয়ে বাড়ানো হল ঠিকই, কিন্তু তা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না।

পাচারের ছক বানচাল; নদীয়া সীমান্ত এলাকায় থেকে উদ্ধার বাঘের চামড়া, পলাতক দুষ্কৃতীরা

নদীয়া, ২৮ মার্চ (হি.স.): বাঘ মেরে সেই চামড়া বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ভেঙে দিল শুষ্ক দফতর। সোমবার রাতে নদীয়ার চাপড়া এলাকা থেকে বাঘের চামড়া উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় পলাতক দুষ্কৃতীরা। তাদের খোঁজ চলেছে। উদ্ধার হওয়া চামড়া কি বেআইনিভাবে শিকার করা বাঘের? কোন প্রজাতির বাঘ? এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

শুষ্ক দফতর সূত্রে খবর, নদীয়ার চাপড়ায় বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বাঘের চামড়া পাচার হচ্ছে, গোপন সূত্রে এই খবর আসে শুষ্ক দফতরের কাছে। সেইমত সোমবার রাতের দিকে শুষ্ক দফতরের দুই অধিকারিক — সন্নীর শংকর ও সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বে অভিযান চলে সীমান্তবর্তী ওই এলাকায়। উদ্ধার হয় একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের চামড়া। অফিসাররা অকুস্থলে গেলে তাঁদের দেখে একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সেই ব্যাগ থেকেই উদ্ধার হয়েছে বাঘের চামড়াটি।

রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক মানসিকতা একেবারে প্রকাশ্যে চলে এসেছে : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। স্মৃতি সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্বকেও। মঙ্গলবার ফোন্ডের সূত্রে স্মৃতি বলেছেন, রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক একেবারে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তিনি লন্ডনে ও ভারতে, সংসদের ভিতরে এবং বাইরে মিথ্যা কথা বলতেই থাকেন। রাহুল গান্ধীর প্রশানায় প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী মৌলীর লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন।

মঙ্গলবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অপমান করতে গিয়ে রাহুল গান্ধী সমগ্র

ওবিসি সম্প্রদায়কেও অপমান করেছেন। দলিত অথবা অনগ্রসর সম্প্রদায়কে অপমান করার চেষ্টা এই প্রথম নয় গান্ধী পরিবারের উপজাতীয় পরিবারের একজন মহিলা যখন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তখনও গান্ধী পরিবারের নির্দেশে কংগ্রেস সদস্য দ্বারা শ্রৌপদী মূর্মুকে অপমান করা হয়েছিল। স্মৃতি আরও বলেছেন, তিনি (রাহুল গান্ধী) সংসদে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কুকথা বলেছেন, নিজের বিবৃতি নিজের স্বাক্ষর দিয়ে প্রমাণীকরণ করে যাচাই করতে পারেননি। রাহুল গান্ধীকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে, শুধুমাত্র একজনকে অবমাননা করার জন্য নয়, অপমান করা হয়েছিল। স্মৃতি আরও বলেছেন, তিনি (রাহুল গান্ধী) সংসদে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কুকথা বলেছেন, নিজের বিবৃতি নিজের স্বাক্ষর দিয়ে প্রমাণীকরণ করে যাচাই করতে পারেননি। রাহুল গান্ধীকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে, শুধুমাত্র একজনকে অবমাননা করার জন্য নয়, অপমান করা হয়েছিল। স্মৃতি আরও বলেছেন, তিনি (রাহুল গান্ধী) সংসদে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কুকথা বলেছেন, নিজের বিবৃতি নিজের স্বাক্ষর দিয়ে প্রমাণীকরণ করে যাচাই করতে পারেননি।

ক্ষমা না চাইলেই রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর, বললেন সাভারকারের নাতি রঞ্জিত

মুম্বই, ২৮ মার্চ (হি.স.): বিনায়ক দামোদর সাভারকার সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য এবার অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সাভারকারের নাতি রঞ্জিত সাভারকার বলেছেন, সাভারকার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধী ক্ষমা না চাইলে, আমি তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করব। রঞ্জিত আরও বলেছেন, উদ্ধব ঠাকুর এবং সঞ্জয় রাউতের ব্যক্তিগতভাবে সাভারকারের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা আছে...তাদের উচিত রাহুল গান্ধীকে সাভারকার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমার নাম সাভারকার নয়। আমি গান্ধী। আমি ক্ষমা চাইব না।' এই মন্তব্য করেই তাঁর সমালোচিত হচ্ছেন রাহুল। সাভারকারের নাতি রঞ্জিত সাভারকার আরও বলেছেন, শরদ পওয়ারজিও সাভারকারের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল, তাঁরও উচিত রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলা। রঞ্জিতের কথায়, রাজনীতির জন্য রাহুল গান্ধী কীভাবে সাভারকারকে অপমান করছেন তা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। মনে হচ্ছে তাঁরা মুসলমানদেরও মেরুকরণ করছে। মহারাষ্ট্রেও সাভারকারের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। আমি সাভারকারের নাম নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করছি।

ইন্দোর পিচ কেলেঙ্কারি : ডিগবাজি আইসিসির, বদলে ফেলল সিদ্ধান্ত!

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের পরে আইসিসি জানিয়েছিল, ইন্দোরের উইকেট 'খারাপ'। ৩ পয়েন্ট কেটে নিয়েছিল তারা। এনিময়ে কত আলোচনা কত সমালোচনা। তারপর আইসিসির কাছে সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করার আবেদন করেছিল বিসিসিআই। বিসিসিআইয়ের আবেদনের পরে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।

উল্লেখ্য, ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ইন্দোরের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ মাত্র আড়াই দিনে শেষ হয়ে যাওয়ার পর চারিদিকে উঠছিল সমালোচনার ঢেউ। এই ম্যাচেই ভারতকে হারিয়ে সিরিজে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচে দু'দল মিলিয়ে ৩১টি উইকেটের মধ্যে ২৬টি উইকেট নেন স্পিনাররা। এই টেস্ট ম্যাচের রিপোর্ট দেখে ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের দেওয়া রিপোর্টের পরে ইন্দোরের পিচকে 'খারাপ' ঘোষণা করে আইসিসি (আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে আবেদন করে বিসিসিআই। সেই আবেদনের পরে ম্যাচে ভিডিও খতিয়ে দেখে আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার ক্রিকেট অ্যাসিসিট্যান্ট খান ও ক্রিকেট কমিটির সদস্য রজার হার্পার জানান, পিচকে খারাপ বলার মতো প্রমাণ খুব একটা তারা পাননি। তাই খারাপের বদলে 'সাধারণের থেকে কিছুটা খারাপ' ইন্দোরের পিচকে এই তকমা দিল আইসিসি। এটা হবে জানাই ছিল। কারণ ঠিক এইভাবেই দশ বছর আগে পাকিস্তানের কাছে ডিগবাজি খেয়েছিল আইসিসি।

বেলুড় মঠ পরিদর্শন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুর; উপহার পেলেন বই, শাল আর শাড়ি

হাওড়া, ২৮ মার্চ (হি.স.): বেলুড় মঠ পরিদর্শন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। মঙ্গলবার সকালে তিনি পৌছন বেলুড় মঠে। সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মঠে ছিলেন তিনি। তাঁকে স্বাগত জানান রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সাধারণ সম্পর্কিত স্বামী স্বরীন্দরদেব মহারাজ-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রপতি পৌঁছন বেলুড়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজপাল ডঃ সিডি আনন্দ বোস, রাজ্যের মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা এবং অরূপ রায়।

প্রথমে মূল মন্দিরে যান রাষ্ট্রপতি। সেখান থেকে ব্যাটারিচালিত গাড়িতে করে বেলুড় মঠের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের সভাঘর, তাঁর থাকার ঘর, সারাদা মায়ের মন্দির-সহ বিভিন্ন জায়গায় যান তিনি। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ, সারাদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত বই, শাল, শাড়ি এবং প্রসাদ। বেলুড় মঠের তরফে জানানো হয়েছে, এই সফরে আগ্রস্ত রাষ্ট্রপতি। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এই প্রথম রাজ্য সফরে এসেছেন দ্রৌপদী মূর্মু। সোমবারই কলকাতায় আসেন তিনি।

এদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু এদিন সায়েন সিটি অডিটোরিয়ামে ইউকো ব্যাংকের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুপুরে শ্রীমতী মূর্মু শান্তিনিকেতন যাবেন। আশকুঞ্জ, তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। দুদিনের সফর শেষে আজই দিল্লি ফিরে যাবেন রাষ্ট্রপতি।

শাসক-বিরোধী হইহটুগোলে ফের পশু সংসদের কাজকর্ম, মূলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): আদানি ইস্যুতে যৌথ সংসদীয় কমিটির উদ্বৃত্তের দাবি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর করা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যদের হই হটুগোলের জেরে সংসদের উভয় সভার অধিবেশন মঙ্গলবারও বাহত হয়েছে। লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুপুর দুটো পর্যন্ত মূলতুবি হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। কিন্তু, শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে যৌথ সংসদীয় কমিটির উদ্বৃত্তের দাবি জানাতে থাকেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। আবার শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়, ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতেই হবে। তুমুল হইহটুগোলের কারণে লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুপুর দুটো পর্যন্ত মূলতুবি হয়ে গিয়েছে।

রাহুলের সাভারকার নিয়ে মন্তব্যে অসন্তোষ, তবুও বিরোধীদের পাশে থাকার আশ্বাস সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): বিনায়ক দামোদর সাভারকার সম্পর্কে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জন্য অসন্তুষ্ট শিবসেনার উদ্ধব ঠাকুরের শিবির। তাও উদ্ধব ঘনিষ্ঠ সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানানেন, বিরোধীদের পাশেই থাকবেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপের সময় সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'বীর সাভারকার একজন বিপ্লবী ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারক। আমরা সবসময় বীর সাভারকারকে সম্মান করেছি...তাকে অপমান করা উচিত নয়...' রাউত আরও বলেছেন, 'আমরা মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও কথা বলব।'

সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, 'আমরা বিরোধী দলের সঙ্গেই থাকব। বিরোধী দল যে সিদ্ধান্তই নেবে আমরা তা মেনে চলব। সংসদের কার্যক্রম চলছে না। দায়ভার সরকারের উপর। সরকার চায় না সংসদ চলুক। আদানি, রাহুল গান্ধী, গণতন্ত্র — সমস্ত গুরুতর বিষয়ে তারা বিরোধীদের কণ্ঠকে দমন করতে চায়।'

তন্ত্রবিদ্যার বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতার রূপরেখা চেয়ে ফের শুনানির আবেদন বিজ্ঞান মঞ্চের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): আবার তন্ত্রের বলি নাবালিকা। তিলজলার স্ত্রীর সন্তান নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাই তন্ত্রিকের মতে বলি হাতেছে ছোট ৭ বছরের মেয়েকে। পিশাচ প্রেফতার। বড্ডেল বন্ধ করে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার তন্ত্রবিদ্যার বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতার রূপরেখা চেয়ে ফের শুনানির আবেদন করে বিজ্ঞান মঞ্চ। যদিও প্রেক্ষিতটা আলাদা। বীরভূমের আমোদপুরে ডাইনি সন্দেহে শ্রৌচ দম্পতিকে খুন ও তিলজলার তন্ত্র সাধনার জন্য নাবালিকা হত্যায় কালাজাদু বা তন্ত্রবিদ্যার বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতার রূপরেখা চেয়ে দায়ের হওয়া মামলাটি ফের শুনানির জন্য আদালতের কাছে আবেদন করল বিজ্ঞান মঞ্চ। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি বিচারধীন। এই মামলায় এবার আদালতে আবেদন জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

বীরভূমের আমোদপুরে ডাইনি সন্দেহে শ্রৌচ দম্পতিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ওঠে গ্রামের মোড়ল এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারধরও করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বোলপুর শিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই ওই দম্পতির মৃত্যু হয়। এদিকে মৃতদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলে, স্থানীয়দের একাংশ বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ। স্থানীয় থানার পুলিশের তরফে গ্রামবাসীদের বোঝান হয় যে যেন তারা দ্রুত সংস্কার সম্পন্ন করেন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। মূলত দোষীদের প্রেফতারের দাবীতে এই বিক্ষোভ। এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের তরফে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়।

মান্যতা পেল না শুভেন্দুর আর্জি, পঞ্চায়তে ভোট নিয়ে আর বাধা রইল না কমিশনের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): কলকাতা হই কোর্টে আপাতত মঞ্জুর হল না শুভেন্দু অধিকারীর আর্জি। পঞ্চায়তে ভোট নিয়ে আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন তিনি। প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের গণনার সিদ্ধান্ত নিয়ে।

বলা হয়েছে, এবার নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই মুহূর্তে পঞ্চায়তে ভোট ঘোষণা হলেও কোনও সমস্যা নেই। রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের গণনার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির গণনা করা হলেও অন্যান্য অগ্রসর শ্রেণির গণনা হয়নি। পালটা কমিশনের বক্তব্য ছিল, তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই গণনা করছেন। শুভেন্দুবাবু সেই প্রক্রিয়াকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবুর সেই জনস্বার্থ মামলাটিই ওঠে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাগ এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভররাজের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত জানিয়ে দেয়, "নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে হই কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ আপাতত করবে না। এ বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।" তবে শুভেন্দু অধিকারী নতুন করে এ বিষয়ে মামলা করতে পারেন। এদিনের সিদ্ধান্তে সেকথাও জানিয়েছেন বিচারপতিরা।

উমেশ পাল মামলায় আতিক-সহ ৩ জন দোষী, আশরাফ-সহ বাকি ৭ অভিযুক্ত বেকসুর খালাস

প্রয়াগরাজ, ২৮ মার্চ (হি.স.): আইনজীবী উমেশ পালের অপহরণের মামলায় অভিযুক্ত মাকিয়া ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদকে দোষী সাব্যস্ত করল উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের এমপি-এমএলএ আদালত। পাশাপাশি দিনেশ পাসি এবং খান শৌলত হানিফকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। আতিকের ভাই আশরাফ-সহ বাকি ৭ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন আদালত। গুজরাটের সর্বমন্ত্রী এবং উত্তর প্রদেশের বিরোধী জেলা থেকে গণ সন্থায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তাদের প্রয়াগরাজ নিয়ে যাওয়া হয়।

২০০৭ সালে, আইনজীবী উমেশ পাল অপহরণ মামলায় মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালতে পেশ করা হয় আতিক আহমেদ-সহ সমস্ত অভিযুক্তদের। আদালতের বাইরে ছিল পুলিশ নিরাপত্তা। এই মামলায় আতিক আহমেদ, দিনেশ পাসি এবং খান শৌলত হানিফকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। আতিকের ভাই আশরাফ-সহ বাকি ৭ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক আতিকের বিরুদ্ধে সেই রাজ্যেরই বহুজন সমাজ পার্টির বিধায়ক রাজু পালকে হত্যার অভিযোগ ছিল। ২০০৫ সালের ওই ঘটনায় পরে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী, রাজুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমেশকেও অপহরণ করা হয়।



বাড় মথার

● প্রথম পাতার পর

কলই রোমান হরফে উত্তরপত্র লেখা যাবে না বলে পরীক্ষার্থীদের সাফ জানিয়েছেন। ফলে, পরীক্ষার্থীরা খালি উত্তরপত্র জমা দিয়েছে। এমন ৪৫ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পূরণায় নেওয়ার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। এই বিষয়েই অফিসগণের বিধায়ক পাঠান লাল জমাতিয়া দাবি করেন, তিনি খবর সমস্ত কিছুর খোঁজ নিয়েছেন। লিখিত নির্দেশনামা ছাড়াই পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট হরফে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে।

এদিকে, সিবিএসই পরিচালিত কবরক ভাষা পরীক্ষায় বাংলা হরফ ব্যবহার নিয়ে শিক্ষা দফতর থেকে চিঠি পাঠানোর বিরোধিতায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ৩১ মার্চের মধ্যে ওই চিঠি বাতিল করে রোমান হরফেও পরীক্ষা দেওয়া যাবে জানানো না হলে সিবিএসই শুধুমাত্র বাংলা হরফ নথিভুক্ত করবে। ত্রিপুরায় নিয়মে রোমান এবং বাংলা উভয় হরফে পরীক্ষা দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও ওই চিঠির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও ওই সময় বিরোধী দলনেতার সমর্থনে উঠে দাড়ান। তাঁর বক্তব্য, অতি সন্ধ্যা ওই চিঠি বাতিল করে সিবিএসই-কে বাংলা এবং রোমান উভয় হরফের বিষয়ে জানানো হোক।

বিরোধীদের সমস্ত বিষয় শুনে মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু, তিপরা মথার বিধায়কগণ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে তিপরা মথার বিধায়কদের শ্লোগানে বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে, বাধ্য অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ১০ মিনিটের জন্য সভা মূলতবি ঘোষণা দেন। অধিবেশন পূরণায় শুরু হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা আবারও একই ইস্যুতে সোচ্চার হন। তখন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন। এক্ষেত্রে তদন্ত ছাড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভরসা করা উচিত হবে না। এরপর তিপরা মথার বিধায়কগণ বিষয়টি নিয়ে তরজা খামিয়ে দেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

বছরের মতোই আবারো জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে তারা। এবার বিধানসভার ভেতরে পর্যন্ত জঙ্গলের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। কারণ বিধানসভা অধিবেশন শুরুর দিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ সন্ধ্যা প্রসঙ্গে তুলতে চাইলে এটা সাব জুডিশিয়াল বলে বাতিল করে দেন অধ্যক্ষ। একইভাবে দ্বিতীয় দিনও ভোট ফলাফলের পর সন্ত্রাসের ঘটনা উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি বিধানসভা অধিবেশনে।

কিন্তু এটা কিভাবে বিধানসভার বিধিভূত বিষয় হল সেটা জানা নেই বিরোধী দল সিপিআইএমের। এমনকি চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩-এর ন্যায়ের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি এফি পাল -কে নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়ে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, তা পর্যন্ত উত্থাপন করে জানতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর জবাব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বিষয়টি উত্থাপন করতে না দেওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো একজন মন্ত্রীর উপর সব দপ্তর দেওয়ার ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিধানসভা অধিবেশনে। কথা বললে ট্র্যাজেডি বেঞ্চ থেকে আফ্রিকার জঙ্গলের পশুর মত আসছে। বিধানসভা অধিবেশনে মন্ত্রী রতনলাল নাথ দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের গুণ্ডারের মত যেভাবে ধমক দিয়ে কথা বলেননি তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর ফলে যারা এবার বিধানসভায় নতুন সদস্য হয়েছে তারা কি শিখবেন সেটাও দানা বাঁধছে বলে জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। শ্রী চৌধুরী আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলেন মুখ্যমন্ত্রীর বেথা বানিয়ে ট্র্যাজেডি বেঞ্চের সদস্যরা এগুলি করছেন। গত ২ মার্চ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সারা রাজ্যে ৬৩০ জন সিপিআইএম কর্মী দৈহিক আক্রমণের শিকার হয়েছে। ৮৫ জনের ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ করা যেন ষোঁজখবর নিজেই বিজ্ঞপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্রক্যাম্ব : ৯৪৩৪৬৩২০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৯৪৯৮৯৯৬৩ লুটোস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মার্জার ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৩২৭৬৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮৮২১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬৩১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৩২৯৩৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৯৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্ড), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৭৯৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬৩ ৩৩৭৬৬, শবরবাথী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪০১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটভলা নাগেরজলা স্ট্যাড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৭৯৪৮৬০৩০৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সন্ধ্যা কন্যাগঞ্জ ক্লাব : ৯৭৯৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৬৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায়মল্লের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০৩০৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬০৩, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাঞ্জগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ডোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩৪-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়মোলালী : ২৩৭০২৩০, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪৪০। বিমানবন্দর প্রদায় ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টেলি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫২।

পরিবহন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিআইএসএফ জওয়ান পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁর আশা, খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে সাড়া দেবে এবং ২৪ ঘণ্টা বিমান পরিষেবা চালু হবে।

অতিরিক্ত প্রশ্নে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, আন্তঃদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক বিমান ত্রিপুরার আকাশ দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু, জরুরি অবতরণের ক্ষেত্রে রাতে মহারাজা বিমান বন্দরে সত্ত্বব নয়। ফলে, বড় অঘটন এড়াতে ২৪ ঘণ্টা বিমান পরিষেবা চালু করা খুবই প্রয়োজন। সাথে তিনি যোগ করেন, অনেকেই সকালে ত্রিপুরায় এসে কাজ সেরে রাতেই ফিরে যেতে চান। কিন্তু, রাতে বিমান পরিষেবা না থাকায় তা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই, মহারাজা বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা এখন সময়ে সময়ে চাহিদা। তাতে পরিবহন মন্ত্রী আশ্বাস দেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ওই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের পাশাপাশি দুয়েকদিনের মধ্যে এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সরাসরি চিঠি পাঠানো হবে। তাছাড়া, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি সফরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে সরাসরি কথা হবে। তিনি নিশ্চিত, তাঁর দিল্লি সফরেই ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান বেরিয়ে আসবে। সাথে তিনি যোগ করেন, দমকল বাহিনী নিয়ে সমস্যা হবে। ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

দিলীপ গুপ্ত দাস |পরদিন ১৯শে মার্চ জি বি হাসপাতালে চিকিৎসায়ীন অবস্থায় মারা যায় ছাত্রিকাপুর পঞ্চায়েতের শাসকমণ্ডলীয় প্রধান কৃষ্ণ কমল দাসের নেতৃত্বেই দিলীপ গুপ্তদাসকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ নিহতের ভাই উত্তম গুপ্তদাসের লিখিত অভিযোগমূলে পুলিশ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ কমল দাস (৪৬) ও সরোজ দাস(৩৫) কে সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করে আদালত থেকে দুজনেই এখন আপাততঃ জেল হাজতে রয়েছে।খুনের ঘটনায় অপর দুই অভিযুক্ত তাপস দাস(৩৫)ও অনুপ দাস(৩৩) মঙ্গলবার খোয়াই আদালতে আত্মসমর্পণ করে আদালত থেকে এদের দুজনকেও আট দিনের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।আগামী ৫ই এপ্রিল তারিখে এদের ফের আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে।মোট অভিযুক্ত পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই এখন জেল হাজতে।পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ কমল দাস সহ চারজনের বাড়ীই ছাত্রিকাপুর।

আরো চার

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তরা তাদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় ৩৪ নং ধারায় মামলা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩৪১/ ৩২৬/৩৭০/৩৪ আই পি সি দ্বারা মামলা রুজু করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে পালাতক ছিল অভিযুক্তরা। সোমবার গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে উক্ত মামলা ইনভেস্টিগেশন অফিসার এলিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মৃদুল মজুমদার টি এন আর গোপন খবরের ভিত্তিতে নবীনগর এলাকা থেকে দেলোয়ার প্রোসেনকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার পূপুর বারোয়ারি অভিযুক্ত দেলোয়ার প্রোসেনকে বিশালগড় সিভিল জর্জ জুনিয়র ডিভিশনাল আদালতে সোপর্দ করা হয়। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার জন্য ময়দানে নেমেদেহে পুলিশ।

নেশার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

ব্যারো (এনসিবি) এর যৌথ সহযোগিতায় পুলিশ ট্রেনিংই আকার্ভেম (পিটিএ) তে ৭টি ট্রেনিং কোর্স করানো হয়েছে। নিয়মিত প্রয়াস কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং জেলা পুলিশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেশাবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। তিনি বলেন, জেলা পুলিশ রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার কর্মসূচির মাধ্যমে নেশাদ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে যুবক-যুবতীদের সচেতন করে থাকে। নেশাসুক্ত যুবকদের অভিভাবকরা মন্ত্রীর ত্যাগে তাদের ছেলেমেয়েদের নেশাসুক্ত কেন্দ্রে পাঠান তার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাজেয়াপ্ত নেশাদ্রব্যগুলি নিয়মিতভাবে ধংস করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬টি মহিলায় কুকুর নেশা বিরোধী অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আরও কিছু মহিলায় কুকুর কেনার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নেশাসুক্ত সুস্থ ত্রিপুরা গঠন করা যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

সরকার, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। আলোচনার পর কাট মোশনগুলি লই ভোটে বাতিল হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিকে, বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম চার মাসের জন্য ৯০৬৬.৫৬ কোটি টাকার ভোট অন আ্যাকাউট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় এপ্রিল থেকে জলাই এই চার মাসের জন্য ভোট অন আ্যাকাউট বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ পাল

● প্রথম পাতার পর

উপাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মী, সমবায় মন্ত্রী গুপ্তচরণ নাথোতিয়া, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মী, সিপিআই (এম) পরিষদীয় দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী রামপ্রসাদ পালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মহিলারা

● আটের পাতার পর

ঈশায়ারি দেওয়া হয়েছিল মদ বিক্রি বন্ধ করতে। কিন্তু ওই মদ বিক্রিতে তথা অতীশ দেব কোনভাবেই উনার মদ বিক্রি বন্ধ করছিল না।শেষে প্রমীলা বাহিনীরা ঘটনার খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া থানায়, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ১০) সিটার বেশি মদ সহ মদ বিক্রিতে অতীশ দেব'কে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে,অতীশ দেবের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে সোমবার রাতের ইচারবিবল যোল ঘড়িয়া এলাকার প্রমীলাবাহিনীদের এহেন উদ্যোগে প্রকাশ করার বাতরিয়ে গোটা এলাকায়।

শোক

● আটের পাতার পর

পাশে থাকার আশ্বাসদের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মী। পরবর্তীতে মঙ্গলবার দিন পুনরায় মন্ত্রীর নির্দেশে ভারতীয় জনতা পার্টির এক প্রতিনিধি দল প্রয়াস সূচিত্রা দেবীর বাড়িতে যায় দুই পুত্র সন্তানসহ উনার পরিবার পরিজনদের শৌভ্রাধর নিতে। সেই সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে দলের নেতৃত্বধরা আর্থিক সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেয়া সূচিত্রা দেবীর পরিবারের প্রতি। এদিনের এই শ্রুতিনিধি দলে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির খোয়াই জেলার সম্পাদক বিজয় ক র সহ কৃষ্ণপুর মন্ডল স্তরের অন্যান্য নেতৃত্বধরা। বিজেপি দলের নেতৃত্বধরা পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিন সূচিত্রা দেবীর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দান করেন।

প্যান্ড আধার

● প্রথম পাতার পর

নাগরিক নিয়োগ বার্ষিক আয়কর জমা করতে পারবেন না। একই সঙ্গে এক জন করগাডাকে উচ্চ হারে কর দিতে হতে পারে।

জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। এপারের নির্বাচন কোনোরমক সন্ত্রাস বা ছাশ্রা ভোট, রিগিং ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যা এবার রাজ্যে ইতিহাস গড়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে মোট ২৫৪টি বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ২৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ৯৯৫টি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রক্ষে ১২৩০টি ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যক্রম পদক্ষেপ নিয়ে ছেে পুলিশ। এছাড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪ হাজার ২৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ব্রয়োদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের তৃতীয় দিনে আজ রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত ধনাবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। আলোচনার পর ধনাবাদসূচক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে আন্তরিক। বর্তমান রাজ্য সরকার সকলকে নিয়ে কাজ করতে চায়। জনজাতি কল্যাণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এডিসি এলাকার উন্নয়নও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় আরও বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নে আমবাসার নালিছড়ায় একটি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৬টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে। আগরতলার কুমারী মধুতী রূপশ্রী আবাস, সাক্ষরকেন্দ্র কলাছড়ায় একটি নতুন জনজাতি রেস্ট হাউজ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০২২-এ জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করা হয়েছে রাজ্যে। সেই সাথে জনজাতি সমাজপতিদের মাসিক ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৪ মার্চ রাজ্যপালের

প্রদত্ত ভাষণের জন্য রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থকে ধনাবাদ জানান। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে সমস্ত সদস্য বক্তব্য রেখেছেন তাদেরও ধনাবাদ জানান। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আরও বলেন, এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তথা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২১- ২২ অর্থবছরে এডিসি এলাকার উন্নয়নে অর্থদপ্তর থেকে সরাসরি ৫৩৭.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেইসাথে এডিসি এলাকার উন্নয়নে ৪৯টি দপ্তরের মাধ্যমে ৪৪০১.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। একইভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিসিকে প্রায় ৫৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ৪৯টি দপ্তরের মাধ্যমে ৪৪০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতি জনজাতি সকল সরকার মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ২২ বছর পর ডাক্তারদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং স্পেশালিস্টদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া কোভিড মহামারীর সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৬ লক্ষ পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিপিপি মডেলের কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় ১০০টি স্কুলকে অতুভূক্ত করা হয়েছে। সামাজিক ভাতা ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। চারটির ক্ষেত্রেও মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আলোচনার শেষ পর্যায় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আগামীদিনে রাজ্য সরকার উন্নয়নের দিশায় কাজ করে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

আহত যুবক

● প্রথম পাতার পর

সরকারের অবস্থা বেগতি দেখতে পেয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। জানাযায় বাঁক চালক দুর্ঘটনা হওয়ার সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।

● প্রথম পাতার পর

নজরে আসে। খবর দেওয়া হয় অণু দাসকে। ঘড়ে ফিরে বিষয়টি অনুধাবন করে খবর দেন পুলিশ। কটোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরেও কিভাবে সরকারি আবাসনে প্রবেশ করে ঘড়ের দরজা ভেঙ্গে এই চুরির ঘটনা সংগঠিত করল চোরেরা তা নিয়ে স্তম্ভিত সন্দেহে।

টিংকু রায়

● আটের পাতার পর

ছিলেন মেয়ার দীপক মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য অরুণ উদয় সাহা, এন এস এস -র অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী আরো বলেন গাছ লাগানোই চলবে না। তাকে রক্ষার দায়িত্বও নিতে হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু রাজ্য যোগাযোগ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। যে কাজ আরো আগে হওয়ার কথা ছিল, তা বর্তমান সরকারের আমলে হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভুত্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে জানান তিনি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলি থেকে এন এস এস-র স্বেচ্ছা সেবকা এই ফেস্টিবলে অংশ নেন।

বিলোনীয়ায় পশুধন মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ মার্চ।। আজ দক্ষিণ জেলা প্রাচীনসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে এক দিবসীয় পশুধন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি কাকিলি দাস দত্ত ও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি বিত্তিন চন্দ্র দাস, বিলোনীয়া পুর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোস্বামী, রাজনগর এবং ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের চেয়ারম্যানগন, পুর পরিষদের কাউন্সিলরদয় অনুপম এই চুরির ঘটনা সংগঠিত করল চোরেরা তা নিয়ে স্তম্ভিত সন্দেহে।

দপ্তরের দক্ষিণ জেলার উপ-অধিকর্তা এবং অন্যান্য অতিথিগন। এই মেলায় প্রায় শতাধিক প্রাণী পালক ভাই-বোন তাদের প্রাণী এবং পাখি নিয়ে উপস্থিত হন। বিভিন্ন বক্সা পরিষদের বক্তব্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা জেলা পরিষদের বক্তব্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি কাকিলি দাস দত্ত বলেন বিশেষ করে প্রাণী এবং পাখি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বৃদ্ধিতে করা সম্ভব। তাই উৎসাহী ভাই-বোনদের দপ্তর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেন তিনি। অন্যদিকে প্রাণী পালক এবং পাখি পালক ভাই-বোনদের হাতে দপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ বিচারের ভিত্তিতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে দুর্গাবাড়িতে ধুমধামে বাসন্তী পূজা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বাসন্তী পূজার আজ মহা শুভমুখী তিথিতে রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়িতে জাকজমক পূর্ণভাবে পূজো হয়।। ভক্তদের সমাগন ছিল লক্ষণীয়।। হিন্দু ও বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। অশ্বিন মাসে জাকজমক পূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও কালের পূজা হল চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা

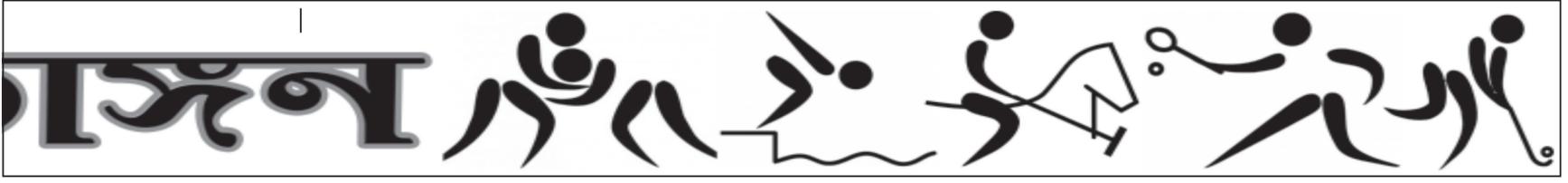
বাড়িতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ছিল মহাসপ্তমী। এদিন মহাসপ্তমী তিথিতে দুর্গাবাড়ি মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। পুরোহিত জানিয়েছেন প্রতিবছরের মত এ বছরও দুর্গা বাড়ি তে সরকারি উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী এই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার বেোধনের মধ্য দিয়ে পূজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা

হয়। আজ মহাসপ্তমী তিথিতে বহু ভক্ত সমাগন ঘটে। বৃধদায় মহা অষ্টমী। শুধু দুর্গা বাড়িতে নয় রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবেও অশ্বিন মহাসপ্তমী। এদিন মহাসপ্তমী চৈত্র মাসের এই বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্লাবেই মহিলাদের দ্বারা বাসন্তী পূজা পরিচালিত হচ্ছে। বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোন ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় নি। নিয়ম নিষ্ঠা মতই বাসন্তী পূজা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায ঘর পেয়ে খুশি গোলাবাড়ির প্রদীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। নিজের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বল্প অর্থ উপার্জন এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অনেকেই জীবন যাপন করেন। ওইসব মানুষজনার সুখের আলো দেখার জন্য উর্বিহয় হয়ে ওঠে না। তারা কেবল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিত্যদিন লড়াই করেখে। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

ঘোষ। তিনি পরিবারের চারজন সদস্যকে নিয়ে কোন রমকে বেঁচে আছেন লড়াই সংগ্রাম এবং সরকারি পরিষ্রমের মধ্য দিয়ে। কথা প্রসঙ্গে প্রদীপ ঘোষ জানান দীর্ঘ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে বাইসাইকেল নিয়ে মুখরোচক চান্দাচুর শহরে বিক্রি করছেন। আর সেই বিক্রির অর্থ দিয়ে নিজ সৎসার প্রতিপালন করে যাচ্ছেন। সেইসাথে গোলাবাড়ি, মাইগঙ্গা, নেতাজিনগর, চাকমাঘাট, এবং তেলিয়ামুড়া শহরে ফেরি করে চান্দাচুর বিক্রি করছেন। অকপটে তিনি এটাও জানলেন দক্ষিণ



টিসিএ থেকে গিয়ার্স পেয়ে দারুন উৎসাহিত ৬টি স্কুলের গার্লস টিম

এতদ্বারা PMAY (G) (KUTHCHA HOUSE) এর অধীনস্থ অধিকাংশ (ANNEXURE- C) নিম্নলিখিত সুবিধাজনকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ে ব্রক অফিস ও পক্ষান্তরে থেকে যোগাযোগের পরও নিম্নলিখিত সুবিধাজনকীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা না করা অথবা পক্ষান্তরে একাধিকার যুগে না পাওয়া অথবা অযোগ্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে মনু আর.ডি.ব্রক অধীনে PMAY(G) (KUTHCHA HOUSE) এর গুলি REGISTRATION ও SANCTION দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব আপনারা যদি সরকারী ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০২ (দুই) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমাণপত্র সহ মনু আর.ডি.ব্রক অফিসে যোগাযোগ করে ঘর পাওয়ার যোগ্যতা সুনিশ্চিত করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম অধিকাংশ (ANNEXURE- C) থেকে বাদ দেওয়া হবে।

PMAY(G) MIS অনুযায়ী আপনাদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে আছে তা নিম্নে দেওয়া হল :-

SL NO	NAME OF VC	ID NO	NAME	FATHER/HUSBAND NAME	CATEGORY	PRIORITY NO
1	BATTALA	1387592	JADU MOHAN TRIPURA	SUNILKUMAR TRIPURA	ST	118
2	BATTALA	1156027	RANI DEBBARMA	BIRENDRA DEBBARMA	ST	129
3	BATTALA	1248920	KALI TRIPURA	MANMOHAN TRIPURA	ST	149
4	BATTALA	1315099	BUDHRAI DEBBARMA	SONACHARAN DEBBARMA	ST	151
5	CHAILENGTA	1191590	BINAY DEBBARMA	BAM BAI DEBBARMA	ST	11
6	CHAILENGTA	1377541	NIRANJAN CHAKMA	DHARMACHANDRA CHAKMA	ST	21
7	CHAILENGTA	1214858	SANJIT REANG	SHUKRAMANI REANG	ST	33
8	CHAILENGTA	1167907	AKASH RAM DAS	SARBARAN DAS	SC	12
9	CHAILENGTA	1346713	RAMESH DAS	BALAI DAS	SC	59
10	CHAILENGTA	1315093	BISHNUPAD CHAKRABORTY	MADHUSUDAN CHAKRABORTY	OTH	45
11	CHICHINGCHERRA	1397580	LAXMIKUMAR TRIPURA	LUTHUNGKUMAR TRIPURA	ST	32
12	CHICHINGCHERRA	1260126	PARTHANA TRIPURA	INDRA MOHAN TRIPURA	ST	97
13	CHICHINGCHERRA	1248942	BIRENDRA RIYANG	RANANDA RIYANG	ST	128
14	CHICHINGCHERRA	1346722	SAMBHU DEBBARMA	RAJCHHNA DEBBARMA	ST	156
15	DEMCHERRA	1397415	CHANDAMANI DEBBARMA	PURNACHANDRA DEBBARMA	ST	243
16	DEMCHERRA	1248775	DANCHO MANI REANG	MANIRAM REANG	ST	245
17	EAST KARAMCHERRA	1304211	JALADHAR REANG	SHABDARAI REANG	ST	214
18	EAST KATHALCHERRA	1191356	LAXMARAM REANG	HARENDRA REANG	ST	142
19	EAST KATHALCHERRA	1304166	DHIRENDRA BISHWAS	GAGAN BISHWAS	OTH	51
20	EAST KATHALCHERRA	1271207	RENUKA PAL	BHARAT RAM DHAR	OTH	52
21	EAST KATHALCHERRA	1248765	RADHA RAMAN DEY	RADHA RAMAN DEY	OTH	84
22	EAST MANU	1315147	RAJESH DEBBARMA	HARI DEBBARMA	ST	34
23	EAST MANU	1191598	MAHENDRA MARAK	SHACHINDRA MARAK	ST	45
24	EAST MANU	1131670	ARABINDU DAS	ANURUDHA DAS	SC	56
25	EAST MANU	1387656	SUBHASH KIRTANA	NILMADHAB	SC	146
26	EAST MANU	1367325	DHRAMSINGA GOYALA	BISWANATH GOYALA	OTH	45
27	EAST MANU	1367348	BANKIM SAHA	LT. SATISH SAHA	OTH	59
28	EAST MASLI	1155939	SWAPAN MUNDA	BADAL MUNDA	ST	12
29	EAST MASLI	1203188	NIPESH DAS	NAGENDRA DAS	SC	76
30	EAST MASLI	1356964	NITYA NANDA DAS	UMA KANTA DAS	SC	143
31	EAST MASLI	1403252	KRISHNA LAL DAS	DWARIKA MOHAN DAS	SC	170
32	EAST MASLI	1397507	SUBASHA SHUKLABADITYA	RAMAN SHUKLABADITYA	SC	174
33	EAST MASLI	1283202	RAMA DATTA	SHITAL DATTA	OTH	111
34	GAINAMA	1167923	BIDYAMANIK RUPINI	RABUJOY RUPINI	ST	112
35	KANCHANCHERRA	1143681	UMENUY REANG	ABIRAM REANG	ST	349
36	KANCHANCHERRA	1271250	RAM JANA DARLONG		ST	353
37	KANCHANCHERRA	1282309	DAHARUNG REANG	ALENDRA REANG	ST	364
38	KANCHANCHERRA	1304210	THATIRUNG REANG	BANCHARAM REANG	ST	379
39	KANCHANCHERRA	1346592	BHUBANTI REANG	THANARANI REANG	ST	401
40	KANCHANCHERRA	1214699	BIMA MALAKAR	SUDHARSHAN MALAKAR	SC	5
41	KANCHANCHERRA	1304201	SANJIT MALAKAR	SASHINDRA MALAKAR	SC	12
42	KANCHANCHERRA	1143672	LADU SAHA		OTH	17
43	LABANCHERRA	1377570	SUKUMAR RAENG	ARJUN REANG	ST	583
44	LALCHERRA	1179757	MUKTABATI REANG	DANGKARAI REANG	ST	146
45	LALCHERRA	1282459	AYAKRAY REANG	PARBACHARAN REANG	ST	203
46	LONGTHARAI RF	1167877	GANDASRI TRIPURA	KALPAMANI TRIPURA	ST	321
47	MANU	1304389	MANGAL DEBBARMA	MAHIM DEBBARMA	ST	120
48	MANU	1167986	RABINDRA MARAK	LT. JABINDRA MARAK	ST	119
49	MANU	1156077	FALENDRA MARA K	RABINDRA MARAK	ST	129
50	MANU	1191603	LAXMI MOHAN TRIPURA	ASHA RANITRIPURA	ST	147
51	MANU	1226252	BISWALAXMI DEBBARMA	MANGAL DEBBARMA	ST	148
52	MANU	1346758	INDIRA DAS	MOHINI DAS	SC	36
53	MANU	1191452	ANJALI SUTRADHAR	GOPAL KARMAKAR	OTH	13
54	NAITONGCHERRA	1155878	BHABAN TRIPURA	JATIMOHAN TRIPURA	ST	88
55	NAITONGCHERRA	1367172	SHANKABATI TRIPURA	DEBAKUMAR TRIPURA	ST	119
56	NAITONGCHERRA	1191422	FANBHUSHAN DAS	ASWAINI DAS	SC	8
57	NAITONGCHERRA	1248825	SANKAR DAS	SAILENDRA DAS	SC	10
58	NAITONGCHERRA	1260058	TAPAN DAS	SAILENDRA DAS	SC	12
59	NAITONGCHERRA	1131467	CHANDAN RUDRA PAL	ROYCHARAN RUDRA PAL	OTH	6
60	NAITONGCHERRA	1293331	MANU RANJAN PAUL	SUNATAN PAUL	OTH	16
61	NORTH DHUMACHERRA	1214750	DALIMAHAN TRIPURA	DHANJALA TRIPURA	ST	117
62	NORTH DHUMACHERRA	1260073	INDRAJIT DEBBARMA	FRANA DEBBARMA	ST	195
63	NORTH DHUMACHERRA	1214755	HEMENTA TRIPURA	GUNADHAR TRIPURA	ST	207
64	NORTH DHUMACHERRA	1131487	DINU SEN TRIPURA	BISWAMANI TRIPURA	ST	243
65	NORTH MAINAMA	1248912	MOHINI DEBBARMA	BIDHICHANDRA DEBBARMA	ST	59
66	NORTH MAINAMA	1325853	BASU CHAKMA	MORA SING CHAKMA	ST	75
67	NORTH MAINAMA	1191509	MATILAL SARKAR	MADANMOHAN SARKAR	OTH	16
68	SK PARA	1237878	SHANKAR TRIPURA	SHYAMACHANDRA TRIPURA	ST	157
69	SK PARA	1269153	JYOTISH DEBBARMA	KAMINI MOHAN DEBBARMA	ST	160
70	SK PARA	1336245	BADRAI RUPINI	LAXMIKANTA RUPINI	ST	191
71	SOUTH CHALENGTA	1226336	UMA RANI DEB CHAUDHURI	PRAFULLA KUMAR DHAR ROY	OTH	8
72	SOUTH CHALENGTA	1357072	SUMATI KUMAR CHAKMA	SHANTIMANI CHAKMA	ST	35
73	SOUTH CHALENGTA	1191954	RABI CHARAN DEBBARMA	RANA DEBBARMA	ST	51
74	SOUTH CHALENGTA	1143841	RAJ CHANDRA CHAKMA	NIL DHAR CHAKMA	ST	59
75	SOUTH CHALENGTA	1459844	SWAPAN JOY TRIPURA		ST	104
76	SOUTH CHALENGTA	1156613	GOUTAM CHAKMA	UJU CHAKMA	ST	108
77	SOUTH CHALENGTA	1179746	MANGAL DEBBARMA	BISHU DEBBARMA	ST	114
78	SOUTH CHALENGTA	1283259	AMRIT DEBBARMA	JAGAT MOHAN DEBBARMA	ST	118
79	SOUTH CHALENGTA	1271388	CARAN DAS BAISHNAB	HRIDOY KRISHNA SARKAR	SC	14
80	SOUTH CHALENGTA	1260173	NITAI MAJUMDAR	HARENDRA MAJUMDAR	OTH	12
81	SOUTH CHALENGTA	1377545	SWAPAN DEBNATH	UPENDRA CHANDRA DEBNATH	OTH	27
82	SOUTH LALCHERRA	1203275	SUK LAXMI DEBBARMA	MEGNAD DEBBARMA	ST	5
83	SOUTH LALCHERRA	1214879	BIRADA CHAKMA	CHAMMANI CHAKMA	ST	7
84	SOUTH LALCHERRA	1357084	PANCHAN DEBBARMA	MAHARAM DEBBARMA	ST	106
85	WEST KARAMCHERRA	1155877	MALAJIT ROY	HARAN CHANDRA ROY	OTH	20
86	WEST KARAMCHERRA	1374307	TINKU DEBNATH	PRAFULLA DEB	OTH	65
87	NALKATA	1271240	ALA DARLONG	BIKELAMA DARLONG	ST	158

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। একদিকে রতিন পোশাক, অপরদিকে সাদা বলে খেলা। তার ওপর টিসিএ থেকে প্রদান করা হয়েছে প্রতিটি স্কুলকে ৫ সেট করে ক্রিকেট গিয়ার্স। দারুন উৎসাহ এবং উদীপনার জোয়ার। ব্যাট বল নিয়ে এখন শুধু মাঠে নামার অপেক্ষায়। প্রথমবারের মতো আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যদিও প্রথমবারের

আয়োজনে শুধুমাত্র পশ্চিম জেলা ক্রিকেট। অদূর ভবিষ্যতে তা রাজ্যভূমি ছড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে টিসিএ-র। আজ গিয়ার্স প্রদান অনুষ্ঠানে কর্তা ব্যক্তির বিশেষ করে সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি তিমির চন্দ, সচিব লপস ঘোষ, যুগ্ম সচিব জয়ন্ত দে, উইমেল ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রজত কান্তি সেন,

কনভেনার অলক ঘোষ, সদস্য শ্যামল দাস প্রমুখ একই কথায় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। স্থানীয় এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানে আসন্ন আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ছয়টি স্কুল দলের ক্রিকেটাররা উপস্থিত থেকে টিসিএ থেকে গিয়ার্স গুলো গ্রহণ করে। প্রতিটি দলের কোচ, ম্যানেজার সহ প্রতিনিধিগণও

উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তুতিও চলেছে জোর কদমে। প্রথমবার পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ আন্তঃ স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে। ৫ এপ্রিল থেকে শুরু হবে আসন্ন। প্রথমবার আসন্ন অংশগ্রহণে ছয়টি স্কুল দল হলো: বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়, প্রনবানন্দ বিদ্যালয়, বড়দোয়ালি স্কুল, ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যালয়, আসাম রাইফেলস এবং নন্দনগর

স্কুল। এবছর পরীক্ষামূলকভাবে ওই আসন্ন শুরু করছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। আগামী বছর থেকে রাজ্য আসন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। লক্ষ্য একটাই, স্কুল স্তর থেকে উদীয়মান ও প্রতিভাবান ক্রিকেটার বের করে আনা। উল্লেখ্য, এবছর থেকে বি সি আই শুরু করেছে অনূর্ধ্ব-১৫ বালিকাদের ক্রিকেট। তা মাথায় রেখেই টিসিএ-র এই স্কুল ক্রিকেট শুরু করার উদ্যোগ।

শান্তিকামি সংঘের উদ্যোগে ওপেন প্রাইজমানি দাবার আসন্ন ২ এপ্রিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। জয় পেলো কৈলাসহর এবং অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট দল। পরাজিত করলো যথাক্রমে জিরানীয়া এবং মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। বিশালগড়ের জামালিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কৈলাসহর মহকুমা ৯ উইকেটে পরাজিত করে জিরানীয়া মহকুমাকে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সিয়াম উদ্দিনের (৫/৬) বিধ্বংসী

অনূর্ধ্ব-১৩ রাজ্য ক্রিকেটে কৈলাসহর ও অমরপুর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। জয় পেলো কৈলাসহর এবং অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট দল। পরাজিত করলো যথাক্রমে জিরানীয়া এবং মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। বিশালগড়ের জামালিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কৈলাসহর মহকুমা ৯ উইকেটে পরাজিত করে জিরানীয়া মহকুমাকে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সিয়াম উদ্দিনের (৫/৬) বিধ্বংসী

বোলিংয়ের সামনে জিরানীয়া মহকুমা মাত্র ৬০ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বমোট ২২ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে অভিরূপ দাস ১৪ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে কৈলাসহর মহকুমা ৯ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দেবার্ঘ দাস ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি

সাহায্যে ২৫ রান করে। এদিকে স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অপর ম্যাচে অমরপুর ১ উইকেটে পরাজিত করে আমবাসা মহকুমাকে। রাজ্যদীপ সাহা-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় পায় অমরপুর মহকুমা। টসে জয়লাভ করে আমবাসার গড়া ৯৫ রানের জবাবে অমরপুর মহকুমা ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। আমবাসার পক্ষে শুভ দাস ৮৬

বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করে। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। অমরপুরের রাজ্যদীপ সাহা ৫ উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে রাজ্যদীপ সাহা-র দূরত্ব ব্যাটিংয়ে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রাজ্যদীপ ১১ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ রান করে।

শান্তিকামি সংঘের উদ্যোগে ওপেন প্রাইজমানি দাবার আসন্ন ২ এপ্রিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। জয় পেলো কৈলাসহর এবং অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট দল। পরাজিত করলো যথাক্রমে জিরানীয়া এবং মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। বিশালগড়ের জামালিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কৈলাসহর মহকুমা ৯ উইকেটে পরাজিত করে জিরানীয়া মহকুমাকে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সিয়াম উদ্দিনের (৫/৬) বিধ্বংসী

রাজ্যস্তরীয় ছোটদের ক্রিকেটে জয় পেলো কাঞ্চনপুর ও কমলপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। কাঞ্চনপুরের বিধ্বংসী গড়াছড়া মহকুমা। সহজই ১৬৭ রানের বড় ব্যবধানে গড়াছড়াকে পরাজিত করে আসন্ন প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো কাঞ্চনপুর। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে মঙ্গলবার সকালে টসে জয়লাভ করে গড়াছড়ার অধিনায়ক প্রথমে কাঞ্চনপুরকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। কাঞ্চনপুর ৩৭.১ ওভারে সর্বকমি উইকেট হারিয়ে ২২২ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেয় ওপেনার সৌরভ নাথ এবং মিজল অর্ডার ব্যাটসম্যান রমিত নাথ।

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে ফোনেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ২৩ এপ্রিল সকাল ৯ টায় শুরু হবে আসন্ন।

লংরাইভ্যালি মহকুমাকে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কমলপুরের গড়া ১৪৬ রানের জবাবে লংরাইভ্যালি ৯০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের ওয়াহিদ মিয়া ৫ উইকেট পেয়েছে।

পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সম্পাদিকা শ্যামলী বনিক এক বিবৃতিতে এখনবর জানিয়েছেন।

No F3 (5-18)/Proc/ART & ICTC/TSACS/2020-21
Tripura State AIDS Control Society
March, 27th 2023
Short Notice Inviting Quotation
Sealed Quotation in two (2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura SACS from resourceful, reliable and experienced Agencies / owners or their authorized Agencies or any Professional Agency for Printing & Binding different Registers, etc.
The detailed information, terms & conditions and description, and specifications may be collected from the office of the undersigned (from Procurement section) on any working day between 11 a.m. to 4 p.m. till 10 April, 2023 or the same can be downloaded from the website www.tsacs.tripura.gov.in. The last date of submission of sealed quotation is up to 4-00 p.m. of 11 April, 2023 and will be opened on the next working day at 3-30 p.m., if possible.
(Dr Sankar Das)
Jt. Director, THS & Project Director
Tripura State AIDS Control Society.

88	WEST KATHALCHERRA	1140643	DEBHAN REANG	RANANDA REANG	ST	251
----	-------------------	---------	--------------	---------------	----	-----

এপ্রিলে রাজ্য ভেটোরেন্স টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। রাজ্য উন্মুক্ত ভেটোরেন্স টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ২৩ এপ্রিল। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র টেবিল টেনিস হল-এ। রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের সহযোগিতায় এবং রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে হবে আসন্ন। বয়স ভিত্তিক ৪০ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৬০, ৬০ থেকে ৭০ এবং ৭০ বছর উর্ধ্ব বিভাগের খেলোয়াড়রা আসন্ন নিতে পারবেন।

সিপ্লেস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস- এই তিন বিভাগে হবে আসন্ন। আসন্ন অংশ নিতে ইচ্ছুক ভেটোরেন্স টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের ১৭ এপ্রিলের মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। সিপ্লেস এবং ডাবলস ইভেন্টে নির্দিষ্ট হারে এন্টি ফি স্থির করা হয়েছে। এন্টি জমা দিতে হবে আশিষ চৌধুরি (৯৪৩৬৪৮৪৫৬২) বা জয়ন্ত মজুমদারের (৭০০৫৪২৯৪০২) কাছে।

খুদেদের ক্রিকেটে বিলোনিয়াকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো সোনামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ। জয়ে ফিরলো সোনামুড়া মহকুমা। মিনহাজ আহমেদের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং দিবাকর দাসের দূরত্ব বোলিংয়ে। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোনামুড়া মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে বিলোনিয়া মহকুমাকে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে বিলোনিয়ার গড়া ৮৭ রানের জবাবে সোনামুড়া অনায়াসেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ (অপ:) কুলদীপ সরকার ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, অধিরুদ্ধ দাস ৪১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং শুভপ্রতীক দাস ৬২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বিলোনিয়ার পক্ষে আকাশ হুসেন (২/১১) সফল বোলার। আসন্ন ৩ ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পায় সোনামুড়া মহকুমা।

সাহায্যে ৫৮ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। সোনামুড়ার পক্ষে দিবাকর দাস (৪/১৪), মিনহাজ আহমেদ (২/১৫), অধিরুদ্ধ দেবনাথ (২/১৬) এবং আরিয়ান পাল (২/১৮) সফল বোলারের জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ২৬ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ (অপ:) কুলদীপ সরকার ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, অধিরুদ্ধ দাস ৪১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং শুভপ্রতীক দাস ৬২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বিলোনিয়ার পক্ষে আকাশ হুসেন (২/১১) সফল বোলার। আসন্ন ৩ ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পায় সোনামুড়া মহকুমা।

